CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-104 ■ 19 January, 2025 ■ আগরতলা ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৫ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মনু নদীর পাড়ে বাংলাদেশের অবৈধ বাঁধ নির্মাণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারস্থ মুখ্যমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বন্যা ত্রাণ তহবিল সহসা বরাদ্দের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। শনিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সাক্ষাত কালে উনকোটি জেলার অন্তর্গত কৈলাশহর সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের সিলেট ডিভিশনের শরিফপুরে একটি অবৈধ বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বাঁধের ফলে কৈলাশহর মহকুমা এলাকা কতটুকু প্রভাবিত হতে পারে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাঁধের কারণে রাজ্যের জলসম্পদ, পরিবেশ এবং সীমান্ত স্থিতিশীলতার উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বিশদ তথ্য সম্বলিত চিঠি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। খুব সহসাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি উত্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এই ইস্যুটি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করা হয়। সেসময় এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। এরপরই দিল্লি সফরকালে এনিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশদে অবহিত করেন তিনি।

এর পাশাপাশি ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও শ্রী শাহের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যে বন্যা রাজ্যবাসীর জীবন ও জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে এবং ভবিষ্যতে বন্যা-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল দ্রুত বরাদ্দের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

প্রেমিকাকে খুন করে গারদে নাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সাতসকালে ভাড়া বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় শহর সংলগ্ন মহেশখলা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার মেয়ের দাবি, তাকে খুন করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ভাড়াবাড়িতে প্রেমিকের সাথে থাকতেন ওই মহিলা। এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সাথে পুলিশ মৃতার প্রেমিককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরজিকর চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন কান্ডে

দোষী সাব্যস্ত সিভিক সঞ্জয় সাজা ঘোষণা সোমবার

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) ।। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। শনিবার শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ওই রায় ঘোষণা করেন।

আর জি কর-কাণ্ডে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয়ের নাম করেছিল সিবিআই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণের পর মৃত্যু) এবং ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয়কে। আগামী সোমবার দুপুর ১২টায় সাজা ঘোষণা করবে আদালত, জানালেন বিচারক অনির্বাণ দাস।

আর জি করের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুন মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছরের ১১ নভেম্বর। বিচারপর্ব শুরু হয় ঘটনার ৫৯ দিনের মাথায়। ঘটনার ১৬২ দিনের মাথায় রায় ঘোষণা করল আদালত।

প্রদেশ বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচন ২০শে একই দিনে ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একইদিনেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

আজ প্রদেশ বিজেপির রিটার্নিং অফিসার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব এসংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রদেশ বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। ওই দিনেই দুপুর দেড়টা থেকে মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। ২০ জানুয়ারী দুপুর সাড়ে বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপরেই ওইদিনই ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে।

সীমান্তে পাচার আটকাতে গুলি বিএসএফের, শিশু সহ আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সীমান্তে বড় চোরাচালানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে বিএসএফ নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছে। তাতে এক শিশু সহ মহিলা আহত হয়েছে। তাছাড়া, ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণ এসকফ এবং চিনির বস্তা বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ৫ কেজি ১০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বহিঃ রাজ্যের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি রানা চ্যাটার্জী। ওসি রানা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসঙ্গত, সিপাহীজলা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত বক্সনগর মাদক চোরাচালান, গবাদি পশু পাচার এবং বাংলাদেশী নাগরিক ও রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ অপরাধের জন্য চিন্তিত জায়গা। ওই এলাকায় প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় যুবক চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত আছেন। এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিএসএফ জওয়ানরা বেআইনি কার্যকলাপ দমনে তাদের প্রচেষ্টায় চালিয়ে যায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মীরা দেখেন মহিলা এবং শিশু সহ একাধিক বাংলাদেশী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন জিনিস পাচারের চেষ্টা করছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে ধারালো অস্ত্রও ছিল। যখন তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন দা নিয়ে সজ্জিত একদল চোরাচালানকারী আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মীদের ঘেরাও করার চেষ্টা করে। যার ফলে তাদের নিরাপত্তা এবং সরকারি সম্পত্তি হুমকির মুখে পড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিএসএফ কর্মীরা সর্বোচ্চ সংযম অনুশীলন করে আত্মরক্ষায় পাম্প অ্যাকশন গান (পিএজি) থেকে এক রাউন্ড গুলি চালায়। তার ফলে এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ যাওয়ার পথে রাজ্যে ফের আটক রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জানুয়ারি।। হায়দ্রাবাদ থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার পথে কৈলাশহর ইরানি থানার হাতে আটক একসাথে ১০ জন রোহিঙ্গা। তাদের কাছে বৈধ নথি পাওয়া যায় নি বলে মামলা দায়ের করেছে ইরানি থানার পুলিশ।

কৈলাসহরের ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ১৫ তারিখ ১০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে প্রথম কৃত্রিম গর্ভধারণে সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজের পর দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) পদ্ধতিতে কৃত্রিম গর্ভধারণে সফলতার নজির সৃষ্টি করেছেন। রাজ্যের বাসিন্দা ৩২ বছরের এক মহিলা বিগত ১৪ বৎসর যাবৎ বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি গত ২০২৩ সালে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ শীলের তত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করেন। ডাঃ শীল রোগীনির পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখতে পান যে মহিলার ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লকেজ রয়েছে। এই টিউবাল ব্লকেজটির চিকিৎসার জন্য তিনি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ৫ অক্টোবর ২০২৩ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে মহিলার হিস্টেরোস্কোপিক টিউবাল ক্যানুলেশন অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ অভিজিৎ শীল, স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ডাঃ) সলিল বিন্দু চক্রবর্তী এবং অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর (ডাঃ) সুপর্ণা সূত্রধর প্রমুখ। তারপর স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলাকে বন্ধ্যাত্বের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তখন মহিলা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালেই স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ শীল এর তত্বাবধানেই উনার বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ডাঃ শীল মহিলার পরবর্তী পর্যায়ের উন্নত চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করেন। এরপর ৮ এপ্রিল ২০২৪ মহিলার জরায়ুতে গর্ভধারণের লক্ষ্যে ইন্ট্রাইউটারিন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে শুক্রাণু প্রতিস্থাপন করেন এবং তাতে মহিলার গর্ভধারণ সম্ভব হয়।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) হল একটি কৃত্রিম গর্ভধারণ প্রক্রিয়া, যাতে স্বামীর শুক্রাণু মেডিসিনের সাহায্যে ওভাম জরায়ুর ভিতরে প্রতিস্থাপন করা হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব রাজ্যে প্রথম।

দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই সাফল্য পেয়েছেন। পরবর্তী কালে মহিলা নিয়মিত আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগেই প্রাক প্রসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতেন। গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সিজারিয়ান পদ্ধতিতে ৩ কেজি ওজনের একটি সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ আছেন। উল্লেখ্য, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিষেশজ্ঞ প্রফেসর (ডাঃ) জয়ন্ত রায় ও প্রফেসর (ডাঃ) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনদপ্তরের অফিসে হামলা, কর্তব্যরত কর্মীকে ব্যাপক মারধর সহ অপহরণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার আওতাধীন কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বনদস্যুদের তান্ডবে দিশারা হয়ে পড়েছেন দপ্তরের কর্মীরা। গতকাল রাতে কাঞ্চনছড়া এডিসি ভিলেজের রবীন্দ্রনগর এলাকায় অবস্থিত বনদপ্তরের অফিসে এক দল বনুদস্য হামলা চালিয়েছে। কর্তব্যরত অবস্থায় এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে বনুদস্যরা। আজ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই ঘটনায় কাঞ্চনপুর মহকুমার বনদপ্তরের কর্মীরা, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারী কাঞ্চনপুর মহকুমার আওতাধীন কাঞ্চনছড়া এডিসি ভিলেজের রবীন্দ্রনগর এলাকায় অবস্থিত বনদপ্তরের অফিসে এক দল বনুদস্য হামলা চালিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে ৭০-৮০ জন ডাকাত দল বন বিভাগের অফিসে হামলা চালিয়ে সরকারি সম্পত্তিতে তাণ্ডব চালায়।

'ডাকাতরা অফিসের সরঞ্জাম ভেঙেচুরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। হামলা চলাকালীন বনদপ্তরের পেট্রোল ইনচার্জ সুব্রত জমাতিয়া রুখে দাঁড়ান। এতে বনদস্যুরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শুরু হয় তার উপর আক্রমণের ঘটনা। বনদস্যুদের আক্রমণে সুব্রত জমাতিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুব্রতকে বলপূর্বক অফিস থেকে অপহরণ করা নিয়ে যায় বনদস্যুরা। কিছুদূর যাওয়ার পর আবারও তাকে মারধর করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায় বনদস্যুরা। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। এদিকে ওই ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালে কাঞ্চনপুরে ছুটে গিয়েছেন ডিএফও সুমন মল্ল। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ওই এলাকা থেকে বেশ কিছু চোরাই কাঠ ও উদ্ধার করেন।

তাছাড়া, অফিসে হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট এবং কর্তব্যরপ্ত অবস্থায় এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর ও অপরনের চেষ্টার ঘটনায় কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। গতকালকের রাতের ঘটনায় বনদপ্তরের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন দপ্তরের কর্মীরা। অন্যদিকে কাঞ্চনপুরেও চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বাড়ি থেকে ৩ লাখ নিয়ে উধাও বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ জানুয়ারি।। কৈয়াঢেপার তালতলী এলাকার চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শুক্রবারে বিকালে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন ফারুক হোসেনের স্ত্রী সারমিন আক্তার। বহুদিন ধরে এই এলাকার বাসিন্দা এই দম্পতি। ফারুক জানান, বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের কাছে খোঁজাখুঁজি করেও সারমিনের কোনো হদিস মেলেনি। হারিয়ে যাওয়া টাকার পরিমাণও কম নয়। ফারুক হোসেন এখন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে স্ত্রী ও টাকা উভয়কেই ফিরে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

দুই ঘন্টার জন্য থানার দায়িত্বে স্কুল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জানুয়ারি।। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে এনসিসির উদ্যোগে লংতরাই ভ্যালির অন্যান্য থানা সহ ছৈলেংটা থানা এবং খোয়াই থানায় একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দুই ঘন্টার জন্য থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্কুল পড়ুয়াদের হাতে। এই অভিনব উদ্যোগে থানার কাজকর্ম কিভাবে পরিচালিত হয়, তা হাতে কলমে শিখেছে ছাত্রছাত্রীরা।

খোয়াই থানায় আজকের এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডিআইজি সঞ্জয় রায় এবং পুলিশ সুপার রমেশ যাদবসহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা। ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছেন তারা। অন্যদিকে ছৈলেংটা থানাতেও পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা ছৈলেংটা থানা ও খোয়াই থানাধীন এলাকাগুলিতে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, ছোটবেলা থেকেই যুবকদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। তাছাড়া,পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শনিবার কল্যাণপুর থানায় ডি আই জি সঞ্জয় রায় এর উপস্থিতিতে এক অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কিছুক্ষনের জন্য থানা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্মরঞ্জয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং কুঞ্জবন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলকপির ফলন ভালো, দামে মন্দা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৮ জানুয়ারি।। নতুন বছরে ফুলকপির বাজারে চরম মন্দা দেখা দিয়েছে, যার ফলে কল্যাণপুরসহ আশপাশের কৃষি প্রধান এলাকার চাষীরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। চাষাবাদের খরচ মেটানো তো দূরের কথা, বাজারে ফুলকপির দাম এতটাই কম যে কৃষকদের উৎপাদন খরচও উঠছে না।

স্থানীয় কৃষক বিজয় দেবনাথ বলেন, "ফুলকপি চাষে প্রতি বিঘা জমিতে ১৫-১৮ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু বর্তমান বাজারে ফুলকপি বিক্রি করতে হচ্ছে প্রতি পিস মাত্র ৫-৭ টাকায়। এতে খরচ তো উঠছেই না, উল্টো দেনায় পড়তে হচ্ছে।" অন্যান্য কৃষকরাও জানিয়েছেন, স্থানীয় বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং দূরবর্তী বাজারে কপির চাহিদার অভাব এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে, সরকারি সহযোগিতার অভাব এবং শীতকালীন সবজির অতিরিক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
৫ মাঘ, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শক্তি বাড়াইতেছে চিন

চীনের কোন ধরনের আগ্রাসন নীতি মানিয়া নিবে না ভারত। সীমান্ত হইতে সেনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেও কোন ধরনের মনোভাব গ্রহণ করিতে নারাজ ভারত। চীনের বেশ কিছু কার্যকলাপ ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ বলিয়াও ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই নড়িয়া চরিয়া বসিয়াছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। যে কোন পরিস্থিতির জন্য ভারত প্রস্তুত রইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হইয়াছে। ভারত মহাসাগরে চিনকে মোকাবিলার জন্য তৈরি রহিয়াছে সেনা। এই বার্তা দিয়াছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ বলেন, ভারত মহাসাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত।

রাজনাথ বলেন, আঞ্চলিক জলসীমা রক্ষা করা এবং সমুদ্রপথ নিরাপদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। নৌবাহিনী ভারত মহাসাগর অঞ্চলে তাহার উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য কাজ করিতেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বজুড়িয়া বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত এবং যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছি। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখিয়া, আমাদের নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনা, সম্পদ এবং বাজেটের প্রয়োজন।ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকল পক্ষের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত এবং প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারত যে সমুদ্রে শক্তি বাড়ানোর কাজ করিয়া যাইতেছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন রাজনাথ। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে প্রধান নৌশক্তিগুলো তাহাদের উপস্থিতি হ্রাস করিয়াছে, অন্যদিকে ভারতীয় নৌবাহিনী তা বৃদ্ধি করিয়াছে। এডেন উপসাগর, লোহিত সাগর এবং পূর্ব আফ্রিকান দেশগুলির সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলে বিপদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে।অসামরিক কর্মীদের ভূমিকার কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, অসামরিক কর্মীবাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অসামরিক কর্মীবাহিনী 'ইউনিফর্মবিহীন সৈনিক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কারণ তাঁহারা পর্দার আড়ালে কাজ করে সৈন্যদের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি প্রদান করেন। তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিক হইলেন পোশাকবিহীন একজন সৈনিক এবং প্রতিটি সৈনিক হইলেন পোশাক পরিহিত একজন নাগরিক।

শিয়ালদা আদালত চত্বরের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়ানো হলো

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিয়ালদা আদালতে বিচারক অনির্বাণ দাসের এজলাস বসার কথা। সেখানেই আর জি কর মামলার রায় ঘোষণা হবে। তার আগে আদালত চত্বরের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের মতে, সিভিককে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে। নেপথ্যে বড় মাথা রয়েছে। যাবতীয় বিতর্কের মাঝেই শনিবার রায় ঘোষিত হবে। এই ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকেই একমাত্র অভিযুক্ত বলে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে তদন্তকারী সংস্থার তরফে। নির্যাতিতার পরিবারও দাবি করেছে, এই ঘটনা এক জনের পক্ষে সম্ভব নয়। আরও কেউ এর সঙ্গে জড়িত। আরও নিখুঁত তদন্তের দাবি জানিয়েছে তারা।

সব মিলিয়ে উত্তেজিত হয়ে সমবেতরা যাতে অপ্রীতিকর কিছু না ঘটায়, সেই কারণেই সেখানে আনা হয়েছে বাড়তি পুলিশ। পর পর ব্যারিকেড বসানো হয়েছে আদালত চত্বরে।

একমাত্র অভিযুক্ত বলে চার্জশিটে যাকে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই উল্লেখ করেছে, সে এখন প্রেসিডেন্সি জেলে। তাকে শনিবার বেলায় আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট আর জি করের চারতলার সেমিনার হল থেকে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পরেই কর্মবিরতির পথে হেঁটেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আন্দোলনে প্রথম থেকেই জেডিএফ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বিচার এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় সংস্কারের দাবিতে জেডিএফের প্রতিনিধিরা অনশনেও বসেছিলেন। আর জি কর পর্বে তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ পথে নেমেছেন।

প্রাণ বাঁচিয়েছেন সইফের, পুলিশের মুখোমুখি হলেন সেই অটোচালক

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): অভিনেতা সইফ আলি খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর, অভিনেতাকে নিজের অটোতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লীলাবতী হাসপাতালে। সঠিক সময়ে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া হলে, হয়তো খারাপ কিছু হতেই পারত! সেই অটো চালক শনিবার মুম্বই পুলিশের মুখোমুখি হয়েছেন।

শনিবার বান্দ্রা থানায় আসনে অটো চালক ভজন সিং রানা, তাঁকে বেশ কিছু সময় থানায় দেখা যায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বেরিয়ে যান তিনি। অটোচালক ভজন সিং রানা বলেছেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বান্দ্রা থানায় ডাকা হয়েছিল। আমি সেই রাতে টাকাপয়সা নিয়ে ভাবিনি, এখনও পর্যন্ত কারিনা কাপুর অথবা অন্য কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগ করা হয়নি। তাঁদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি।'

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য এক জোড়া স্থানীয় ইএমইউ বাতিল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): রেলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রবিবার এক জোড়া স্থানীয় ইএমইউ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রেলওয়ে ব্যবস্থার নিরাপদ ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক ট্র্যাক এবং সিগন্যাল এবং টেলিকম সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজ নিয়মিত এবং পদ্ধতিগত রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্ন এবং বিলম্ব রোধ করতে সাহায্য করে, ট্রেনগুলিকে সময়সূচী অনুযায়ী চালানো নিশ্চিত করে এবং রেলওয়ের পরিকাঠামোর আয়ু বৃদ্ধি করে। ট্রেন পরিচালনার সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতায় অবদান রাখে।

রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রবিবার হাওড়া বিভাগে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে রবিবার তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩৩৪ এবং হাওড়া থেকে ৩৭৩৩৪ ট্রেন বাতিল করা হবে।

রবিবার ৩৭৭৪৯ ব্যান্ডেল — কাটোয়া লোকাল ১২:১৫-র বদলে ব্যান্ডেল ছাড়বে ১২:৪৫ টায়।

৩৭৩৭৪ গোঘাট — হাওড়া লোকাল বেলা ১টা ১০-এর বদলে ছাড়বে বেলা ১টা ২০-তে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা "লৌহ মানব" সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ভারতের স্বাধীনতা তথা রাজনীতির ইতিহাসে অমর হয়ে থাকা 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কে সম্মান জানাতে ইতিমধ্যেই গুজরাটে তৈরি হয়েছে স্ট্যাচু অব ইউনিটি। ভাদোদরা থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি অবস্থিত ৯০ কিলোমিটার দূরে। কেবল স্ট্যাচু অব ইউনিটিই নয়, বল্লভ ভাই প্যাটেলকে সম্মান জানাতে প্রতিবছর ৩১ সে অক্টোবর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে দেশজুড়ে পালিত হয় জাতীয় ঐক্য দিবস- সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জীবনী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বলা হয় 'ভারতের লৌহমানব' বা 'দ্য আয়রনম্যান অফ ইন্ডিয়া'। গান্ধীজীর একটি আদেশে যিনি অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, ভারতের সর্বকালের অন্যতম মহান রাজনীতিবিদ সর্দার বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেল । দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন তিনিই।

প্রারম্ভিক জীবন- পরাধীন ভারতে গুজরাটের নাদিয়াদে এক সম্ভ্রান্ত কুর্মী পরিবারে বল্লভভাই প্যাটেল জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জাভেরভাই প্যাটেল ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনাবাহিনীতে কিছুদিন সার্ভিসে যুক্ত ছিলেন। মা লাডবাঈ ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক তপস্বিনী মহিলা। বাবা-মায়ের সূত্রেই বল্লভভাই প্যাটেল অধিকারী হয়েছিলেন একটি প্রগাঢ়, শীতল এবং আপোষহীন ব্যক্তিত্বের। ছয় সন্তানের একজন ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। বাড়িতেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন বল্লভভাই প্যাটেল। এরপর এক গুজরাটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তবে কিছুদিন যেতেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হন তিনি। সেখানে পড়ার সময় ১৮৯১ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে জাভেরবেন নাম্নী এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়ের প্রায় ছয় বছর পরেই বল্লভভাই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বল্লভ ভাই প্যাটেলের এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানও হয়। ১৯১১-তে প্রিয়পত্নী জাভেরবেন প্যাটেলের মৃত্যু হয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া প্যাটেল ছত্রিশ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বেন বলে মনস্থির করেন। সেই মতো ইংল্যান্ডের মিডল টেম্পলে ৩৬ মাসের ব্যারিস্টারির পড়া ৩০ মাসে শেষ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন তিনি। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে গুজরাটের গোধরায় ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন প্যাটেল। এই পেশায় বেশ নামডাকও অর্জন করেন তিনি। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিচার বিভাগীয় উচ্চতর পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব স্বীকার করেন না। যে ব্রিটিশের হাতে দেশ নির্যাতিত হচ্ছিলো সেই ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ করতে নারাজ ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। ভারত স্বাধীনতায় অবদান- ১৯১৭ সালে বল্লভভাই আহমেদাবাদে স্যানিটেশন কমিশনার পদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। উল্লেখ্যভাবে, রাজনীতিতে কোনও আগ্রহী ছিল না বল্লভভাই প্যাটেলের। এমনকি গান্ধীজীর অহিংস নীতির ঘোর বিরোধীও ছিলেন তিনি। তবে ১৯১৭ সালেই অক্টোবরে এক সভায় গোধরায় গান্ধীজীর সঙ্গে বল্লভভাইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর সেই সাক্ষাতই বদলে দেয় তাঁর চিন্তাধারা। গান্ধীজীর আচরণ ও দর্শনে প্যাটেল মুগ্ধ হন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এরপরেই তিনি গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ইংরেজি বেশ-ভূষা ছেড়ে খাদি পরা শুরু করেন তিনি। এরপর গান্ধীজীর অনুরোধে প্যাটেল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং গুজরাট কংগ্রেসের সেক্রেটারি পদ গ্রহণ করেন। গুজরাটের কায়রায় ভয়াবহ বন্যায় কৃষকগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ব্রিটিশদের কৃষকদের ওপর করারোপ, জমি কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে কৃষকরা 'কর দেব না' আন্দোলন শুরু করেন। আর এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বল্লভভাই। কায়রার কৃষকদের সংগঠিত করে বিশাল 'কর শুল্ক অভিযান' পরিচালনা করেন তিনি। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশরাজ নত হয় এবং কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া শুরু করে। এরপরই কায়রার কৃষকরা বল্লভভাইকে 'সর্দার' উপাধি প্রদান করে। এরপর ১৯২৩ সালে গান্ধীজী "অসহযোগ আন্দোলন" শুরু করলে সর্দার প্যাটেল সে আন্দোলনেও সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধীজীর নির্দেশে এ সময় বল্লভভাই প্যাটেল পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করে কংগ্রেসের পক্ষে প্রায় তিন লাখ সদস্য এবং প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা দলের তহবিলে সংগ্রহ করেন। এছাড়াও গান্ধীজীর গ্রেফতারির পর প্যাটেলই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। বারদোলির কৃষকরা সরকার কর্তৃক কর বৃদ্ধির ফাঁদে পড়লে আবারও সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান কংগ্রেস এবং সর্দার প্যাটেল। ১৯১৭ সালে বল্লভভাই আহমেদাবাদে স্যানিটেশন কমিশনার পদের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও রাজনীতিতে কোনও আগ্রহী ছিল না তাঁর

এরপর গান্ধীজির ডাকে "সর্দার" 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে'ও যোগদান করেছিলেন। তবে এই আন্দোলনের জেরে গান্ধীজী-সহ সর্দার প্যাটেল ও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারবন্দি হতে হয়েছিল। পরের বছর ১৯৩১ সালে গান্ধীজীর সাথে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটি ইতিহাসে 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' নামে খ্যাত। সেই চুক্তির একটি শর্ত ছিল গান্ধীজী তার অনুসারীদের আন্দোলন থামাতে বলবেন এবং সরকার সকল রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেবে। চুক্তির আওতায় সর্দার প্যাটেল ও অনেক রাজবন্দী মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৩১ সালেই সর্দার প্যাটেল করাচিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে সভাপতি হওয়ার পরে অনেক বিষয়েই কংগ্রেসের আধিকারিকদের সঙ্গে তার মতপার্থক্য দেখা দিতে থাকে। এমনকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজীর মতভেদ এবং মনোমালিন্য হলে প্যাটেল নেতাজীকে 'ক্ষমতালোভী' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এর ফলে যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছিলেন। তবুও এক সময়ের গান্ধীবাদীর বিরোধী এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলই কোনোদিনও রাজনীতিতে গান্ধীজীর মতের বাইরে গিয়ে কিছু করেননি। ১৯৪২ সালেও গান্ধীজী যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করেন তখন সর্দার প্যাটেল ভারত ছাড় আন্দোলনেও আপাদমস্তক গান্ধীজীকে সমর্থন করেন। প্যাটেলসহ কংগ্রেসের কয়েকজন বড় বড় নেতৃবৃন্দকে এ সময়ে গ্রেফতার করা হয়। তিন বছর কারাগারবন্দি থাকার পরে ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান। সর্দার প্যাটেল দেশ ভাগের পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন, একমাত্র দেশ ভাগই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে শান্ত করতে পারবে। গান্ধীজীকেও তিনি দেশ ভাগের ব্যাপারে বোঝানো শুরু করেন। উল্লেখ্য, হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদলের সমন্বয়ে গঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন সর্দার প্যাটেল। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন করা হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। এ বিষয়টি নিশ্চিত ছিল যে কংগ্রেসের সভাপতি যিনি হবেন তিনিই হবেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেকটি প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতিদের একটি করে ভোট ছিল এই নির্বাচনে। মোট পনেরটি ভোটের মধ্যে সর্দার প্যাটেল তেরটি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। হবে গান্ধীজীর অনুরোধে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেন। অনেকের মতে, সর্দার প্যাটেল ছিলেন খানিকটা রক্ষণশীল এবং নেহেরু ছিলেন কিছুটা উদারপন্থী, আর, একটি নবসৃষ্ট দেশকে সুসংগঠিত করার জন্যে নেহেরু অধিক যোগ্য। এই কারণেই গান্ধীজি সর্দারকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন।

গান্ধীজীর অহিংস নীতির ঘোর বিরোধী থাকলেও পরবর্তীতে গান্ধীজির মতাদর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতেন না সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল

"ভারতের লৌহমানব" সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল- দেশীয় জমিদার বা রাজা যারা ইংরেজদের কর প্রদান করে নিজেদের মতো করে নিজ রাজ্য বা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এলাকা শাসন করতেন সেই এলাকাগুলোকে বলা হতো প্রিন্সলি স্টেট। 'দ্য ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭' এর আওতায় ইংরেজ সরকার প্রিন্সলি স্টেটের রাজা বা জমিদারদের দুটো শর্ত রাখে। হয় ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া, নয়তো স্বাধীন থাকা। এক্ষেত্রে সিংহভাগ প্রিন্সলি স্টেটের রাজাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভি পি মেনন এবং সর্দার প্যাটেল তাদের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে রাজি করালেও সমস্যার সৃষ্টি হয় জুনাগড়, হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর ও ভোপালকে নিয়ে। তবে পরবর্তীতে রাজনৈতিক ছলনা ও কূটনীতির দ্বারা এ রাজ্যগুলোকেও ভারতের অন্তর্গত করেছিলেন সর্দার প্যাটেল। জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়ে পুরোটা দখল করা নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে প্যাটেলের বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এভাবেই, সর্দার প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। এছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থাকাকালীন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস গঠন ও সংস্কারে সর্দার প্যাটেলের অবদান অনস্বীকার্য। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পর তিনিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিষিদ্ধ করেন। দেশ স্বাধীনে সীমাহীন অবদানের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জন্যও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। একাধিক বাধা আসা সত্ত্বেও দেশের জন্য নিজের শেষটুকু দিয়ে 'লৌহ মানবে'র মতোই লড়াই করে গিয়েছিলেন বল্লভভাই।

জাতীয় ঐক্য দিবস- ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ সর্দার প্যাটেল দিল্লীর বিড়লা হাউসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানের জন্য ১৯৯১ সালে সর্দার প্যাটেলকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি - ২০১৪ সালে প্রথমবারের জন্য সরকার গঠন করার পর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে সম্মান জানাতে তাঁর জন্মবার্ষিকীর দিনটিতে অর্থাৎ ৩১সে অক্টোবর জাতীয় একতা দিওয়াস বা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জয়ন্তী বা জাতীয় ঐক্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এছাড়াও গুজরাটের নর্মদা জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সর্দার প্যাটেলের প্রায় ১৮২ মিটার উঁচু প্রতিকৃতি— দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। ভাদোদরা থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি অবস্থিত ৯০ কিমি দূরে। দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য। গুজরাটের নর্মদা জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সর্দার প্যাটেলের প্রায় ১৮২ মিটার উঁচু প্রতিকৃতি— দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৩ এর ৩১সে অক্টোবর 'দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র সামনে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হচ্ছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের একতা নগরে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে জাতীয় ঐক্য দিবসের শপথ গ্রহণ করেন। এছাড়া স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের স্টান্ট দেখান পুলিশ কর্মীরা। কেবল স্ট্যাচু অফ ইউনিটির সামনেই নয় গোটা দেশ জুড়েই এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানো হচ্ছে।

একজন ভারতীয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী

ভূমিকা - যে সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছিল ঘোর দুর্দিন ,অবহেলা ও অনাদরে যখন বাংলা সাহিত্য নিমজ্জিত প্রায় তখন, পরিত্রাতার মতো যিনি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষাকে সেই চরম অধঃপতন ও অবমাননার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন ; তিনি আর কেউ নন- উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক এবং সমগ্র জাতির পথপ্রদর্শক। সারা জীবন তিনি সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা'- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৬ শে জুন, ১৮৩৮ অর্থাৎ ১৩ আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গাব্দে , বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটে অবস্থিত কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তাঁর পৈতৃক আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে। রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর।মাতার নাম দুর্গাসুন্দরী দেবী। বঙ্কিমচন্দ্রের মা তাঁর বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বড় দুই ভাই হলেন -শ্যামাচরণ ও "পালামৌ গ্রন্থের রচয়িতা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং ছোট ভাইয়ের নাম পূর্ণচন্দ্র।"

শিক্ষা - জন্মের পরবর্তী ছয় বছর বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়াতেই কাটিয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতেখড়ি হয় তাঁদের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের নিকট। শিশু বয়স থেকেই অসামান্য মেধার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। তিনি পাঠশালায় গিয়ে বিদ্যা অর্জন করেনি তাই পাঠশালার গুরুমশাই রামপ্রাণ সরকার বাড়িতে তার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৪৪ সালে পিতার কর্মস্থল, মেদিনীপুরেই তাঁর প্রকৃত শিক্ষার সূচনা হয়ে থাকে। মেদিনীপুরের এক ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফ টিডের পরামর্শে শিশু বঙ্কিমকে তাঁর পিতা সেই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই এই স্কুলেও নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে টিড সাহেব ছাত্র বঙ্কিমকে ডবল প্রমোশন দিতেও উদ্যত হয়েছিলেন।পরবর্তীকালে শিক্ষক সিনক্লেয়ার কাছেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় দেড় বছর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৪৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় ফিরে এলে শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ও সংস্কৃতের নিয়মিত পাঠ নিতেন। আবৃত্তিকার হিসেবে তাঁর দক্ষতাও বেশ ছিল। এছাড়া সেই সময় তিনি পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণির কাছে নিয়মিত মহাভারত শ্রবণ করতেন। ১৮৪৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন যেখানে তিনি সাত বছর অধ্যয়ন করেছিলেন ও ১৮৫৩ সালে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার বাবদ তিনি মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ ও করেন। হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করার সময়কালেই তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" ও "সংবাদ সাধুরঞ্জনে" গদ্য-পদ্য রচনা করতে শুরু করেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনা এই দুই কাগজে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিনি ১৮৫৬ সালে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সব বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন রেখেছিলেন। আইন পড়বার জন্য ১৮৫৬ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৫৮ সালে বি.এ. পরীক্ষা তে ও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ছিলেন।বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছিলেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার পদে আসীন ছিলেন।

বিবাহ - বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিবাহ করেন ১৮৪৯ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে। নারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা একটি পনেরো বছরের বালিকার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর চাকরি জীবনের শুরুর দিকে যশোরে থাকাকালীন ১৮৫৯ সালে তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ১৮৬০ সালে হালি শহরের প্রখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষী দেবীর সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

কর্মজীবন - জীবিকা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি অনবরত সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় হয় যা পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গতা লাভ করে। ছাত্রজীবনে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যিক সত্ত্বার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি নিজে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন যার নাম ছিল "বঙ্গদর্শন" যেখানে তিনি একে একে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ,সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সরকারি চাকরি করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক, কর্তব্যনিষ্ঠ ,দক্ষ শাসক ও সুবিচারক।

দেবী চৌধুরানী - সাহিত্যচর্চা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগের সঠিক প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি ঐতিহাসিক , সামাজিক, ব্যঙ্গ কৌতুক ,ধর্মীয়মূলক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কবিতা দিয়ে শুরু করলেও পরে উপন্যাস, প্রহসন, নাটক ,প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বলে মানা হয়। "দুর্গেশনন্দিনী" ছিল তাঁর লেখা প্রথম স্বার্থক বাংলা উপন্যাস।একে একে তিনি পনের টি উপন্যাসের জন্ম দেন যার মধ্যে একটি ইংরেজি উপন্যাসও ছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে, "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা", "মৃণালিনী", "রাজসিংহ", "দেবীচৌধুরানি", "আনন্দমঠ", "সীতারাম", "রজনী", "বিষবৃক্ষ","কৃষ্ণকান্তের উইল", , "যুগলাঙ্গুরীয়", "চন্দ্রশেখর", "ইন্দিরা", "রাধারানী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসগুলোকে ঐতিহাসিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মতত্ত্ব প্রভাবিত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি ছিলেন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত "আনন্দমঠ ", দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছিল। "আনন্দমঠে", তাঁর "বন্দে মাতরম" গানটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। ১৯৩৭ সালে এই গানটি কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধে সংস্থাগত গুরুত্ব বেশি। সেই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে- "লোক রহস্য ","বিজ্ঞান রহস্য", "কমলাকান্তের দপ্তর", "বিবিধ সমালোচনা", "সাম্য", "প্রবন্ধ পুস্তক", "কৃষ্ণচরিত্র", "বিবিধ প্রবন্ধ", "ধর্মতত্ত্ব", "শ্রীমদ ভগবতগীতা" প্রভৃতি বৈচিত্রের দাবি রাখে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এক অনন্যসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক রচনা। ছদ্মনাম হিসেবে তিনি "কমলাকান্ত" নামটিই নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ই প্রথম বাংলা ভাষাকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা "বঙ্কিমী শৈলী" বা "বঙ্কিমী রীতি" নামে খ্যাতি অর্জন করেছে।

জীবনদর্শন- বঙ্কিমচন্দ্র রসসাহিত্যে ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ সাহিত্যে উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রকার গৌরব লাভ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই মিল, কান্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দর্শন তত্ত্বের ওপর ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ আর সেই অনুরাগের বশবর্তী হয়েই তিনি সেগুলিকে ভাল করে অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব। এর দ্বারা তাঁর মধ্যে এক অখণ্ড মানবতাবাদ দৃঢ়মূল হয়েছিল যা ছিল প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যাদর্শ।

বন্দে মাতরম এর রচয়িতা

স্বীকৃতি -সারা জীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রকে দুটি খেতাবে ভূষিত করেছিলেন - ১৮৯১ সালে রায় বাহাদুর খেতাব এবং ১৮৯৪ সালে সম্মানীয় কম্প্যানিয়ন অফ দ্য মোস্ট এমিনেন্ট অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার খেতাব।

জীবনাবসান-জীবনের অন্তিম সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো থাকত না এবং ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তার বহুমূত্র রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশেষে এই রোগের কারণেই এই কিংবদন্তি সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়, ৮ই এপ্রিল ,১৮৯৪ সালে।

উপসংহার - সামগ্রিকতার বিচারে উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর প্রতিভা বলে বাংলা সাহিত্যের মরু প্রান্তরে পবিত্র মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে শৈশব অবস্থা থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শুধু নামেই নয়, প্রকৃত অর্থেই তিনি বাংলা সাহিত্যের "সাহিত্য সম্রাট" ছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ,দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। তিনিই আমাদের মাতৃপূজার বোধন মন্ত্রের প্রথম বৈদিক ঋষি এ "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার পুথিবা লাইহারওবা উৎসব নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা।

কালিং ময়ং অরুণাচল প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি

ইটানগর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হয়েছেন কালিং ময়ং। দলের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের বরিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনার পর আজ শনিবার পাসিঘাট পূর্ব কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক কালিং মায়ং প্রদেশ সভাপতি পদে মনোনয়ন পেশ করেন। সভাপতি পদে কালিঙের বিরুদ্ধে আরও কেউ মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং সর্বসম্মতিতে অরুণাচল প্রদেশ বিজেপির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন কালিং ময়ং।
ইটানগরে বিজেপির প্রদেশ সদর কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন, বিজুরাম ওয়াহেগে, অসমের পরিষদীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশে বিজেপির প্রভারী অশোক সিংঘল সহ বহু নেতার উপস্থিতিতে আজ দলের প্রদেশ সভাপতির নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। প্রসঙ্গত দলের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড অরুণাচল প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দিয়েছিল সর্বানন্দ সনোয়ালকে।
জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অসমের পরিষদীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশে বিজেপির প্রভারী অশোক সিংঘল সহ সিনিয়র নেতারা রাজ্যের নতুন সভাপতি নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।
এদিকে অরুণাচল প্রদেশ থেকে বিজেপির নতুন জাতীয় কাউন্সিল সদস্য তাগিন সিগা, ইয়ালেম তাগা বুরাং এবং কামরাং তেসিয়াকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।
নতুন প্রদেশ সভাপতি নিয়োগ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু, অরুণাচল প্রদেশে বিজেপির প্রভারী অশোক সিংঘল, নবনিযুক্ত সভাপতি কালিং ময়ং প্রমুখ।

শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ১৩৪-তম জন্মবার্ষিকী পালিত আদ্যাপীঠে, আগামীকাল সমাপ্তি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ১৩৪ তম জন্মোৎসব পালিত হল দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠে। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ১৩৪ তম জন্মোৎসব, ১০৪ তম সিদ্ধোৎসব ও ৫৮ তম আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। শনিবার এই উপলক্ষে ৮ হাজার নর নারায়ণের মধ্যে খাবার ও ৫ হাজার জনকে শীত বস্ত্র এবং ৩ হাজার মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে আদ্যাপীঠ মন্দিরে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। আগামীকাল, রবিবার ১৯ জানুয়ারি সমাপ্তি দিবস।
এই অনুষ্ঠানের শনিবার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই বলেন, প্রতি বছর ৮০০০ জনের মধ্যে খাবার সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে এই সম্প্রীতির মিলনোৎসব। প্রসঙ্গতঃ প্রতিদিনই ধর্মের সঙ্গে মানবসেবার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আদ্যাপীঠ মন্দির এগিয়ে চলেছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে দেশজুড়েই ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই হবে বিশ্বের মঙ্গল।
উল্লেখ্য, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই এর আহ্বানে অধ্যক্ষ যোগদান করেন। এরপর ফুটপাতবাসী, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র এবং শাড়ি বিতরণ করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভন চ্যাটার্জী, অধ্যাপক বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নির্মল মাঝি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বলেন, আদ্যাপীঠে প্রচুর দুঃস্থ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। শুধু দুঃস্থ নয় পিতৃ মাতৃহীন। শুধু আদ্যাপীঠ আশ্রম বলে নয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব, সারদা মা এবং স্বামী বিবেকানন্দর নামাঙ্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বহু ছেলে ও মেয়ে পড়াশোনা করে। তাদের সকলেই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কাজেই উচ্চশিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলতে এই প্রচেষ্টা। এরপর তাদের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা তৈরি করতে পারলে তবেই দেশের সার্বিক মঙ্গল হবে। আগামীদিনে জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজন ইত্যাদির উর্ধে উঠেই মানবিকতার রাজনীতি করতে হবে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সন্ত্রাসবাদ ও হানাহানি সহ সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শে ছাত্র - ছাত্রীদের দীক্ষিত হতে ডাক দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে জানান, মেরুদন্ড শক্ত করেই রাজনীতি করতে হবে। এর রেশ ধরেই আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই জানান - বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং অনাথ শিশুরা মিলে দুই হাজারের অধিক আবাসিক রয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বহিরাগত দুঃস্থ মানুষদের সেবা করছেন তাঁরা।

কাছাড়ের সোনাইয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পত্নীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা, গ্রেফতার অভিযুক্ত স্বামী

সোনাই (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাইয়ের বাসিন্দা জনৈক স্বামীর প্রাণঘাতী হামলার শিকার তার স্ত্রী এখন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত স্বামী ফরিজ উদ্দিন লস্করকে পুলিশ গ্রেফতার করেছ। জানা গেছে, কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে গতকাল (শুক্রবার) মধ্যরাতে সোনাই শহর সংলগ্ন গ্রামের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রয়াত হোসেন রাজা লস্করের তৃতীয় ছেলে ফরিজ উদ্দিন লস্কর তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের ওপর ধারালো অস্ত্র (সবজি কাটার দা) দিয়ে হামলা করে। দায়ের কোপ পড়ে মনোয়ারার মাথায়। রণংদেহী স্বামীর হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত মনোয়ারা দৌড়ে লাগোয়া একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেশীরা খবর দেন সোনাই থানায়। খবর পেয়ে ওসি বিশ্বজিৎ নাথ পুলিশের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত মনোয়ারা বেগমকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ইত্যবসরে পুলিশ অভিযুক্ত ফরিজ উদ্দিন লস্করকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সঙ্গে হামলায় ব্যবহৃত দা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। জানা গেছে, আজ সোনাই থানায় মনোয়ারা বেগমের বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে ফরিজ উদ্দিন লস্করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এফআইআর-এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় ফরিজের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিকে প্রতিবেশীদের কাছে জানা গেছে, ফরিজ উদ্দিন লস্কর বেশ কিছুদিন ধরে স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে বসবাস করত। একই গ্রামে পৈত্রিক বাড়ির বাসিন্দা অন্য ভাই-বোনদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন, ফরিজ উদ্দিন মানসিক ভারসাম্যহীন। তার সঙ্গে সব সময় শেভিং ব্লেড থাকত।

"আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন", বিচারককে নির্যাতিতার বাবা

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): রায় শুনে চোখে জল নির্যাতিতার বাবার। তিনি বিচারকের উদ্দেশে বলেন, "আপনার উপর যে আস্থা ছিল, তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন।" শনিবার শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস প্রত্যুত্তরে বলেন, "সোমবার আসুন।"
রায় ঘোষণার আগে নির্যাতিতার বাবা নিশানা করেন মমতাকে। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন, রাত ২টো পর্যন্ত জেগে মনিটর করেছিলেন। ওঁর কী ইন্টারেস্ট ছিল জানতে চাই। তথ্যপ্রমাণ যে লোপাট হয়েছে, সেটা সিবিআই বলেছে। শুধু সিভিক নয়, সব দোষী সামনে আসবে।"
এর আগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সেখানে সরাসরি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তোলেন তাঁরা। নতুন করে তদন্তের আর্জিও জানান। শুনানির শেষ দিনে নির্যাতিতার বাবার সন্দেহ ছিল, ওই ঘটনায় চার জুনিয়র ডাক্তারের হাত থাকতে পারে।
নির্যাতিতার বাবা বলেছিলেন, "ওই দিন (৮ অগস্ট) রাতে যাঁরা আমার মেয়ের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের আমরা প্রচণ্ড ভাবে সাসপেক্ট (সন্দেহ) করছি। ডিএনএ রিপোর্ট তো পাওয়া গিয়েছে। তথ্যপ্রমাণ দেখেছেন। কোনও মহিলার উপস্থিতি ছিল সেখানে।" এমনকি, সিবিআইকে তিনি 'বিরোধী' বলেও মন্তব্য করেন।
আর জি কর-কাণ্ডের দোষীর ফাঁসির পক্ষেই সওয়াল করেছে রাজ্য। সিবিআইও সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সওয়াল করে আদালতে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অগ্রগতি বিজেপিকে সাহায্য করে : অজয় মাকেন

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অগ্রগতি বিজেপিকে সাহায্য করে। এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অজয় মাকেন বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অগ্রগতি বিজেপিকে সাহায্য করে। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে কংগ্রেসকে জাতীয় স্তরে শক্তিশালী হতে হবে।
অজয় মাকেন আরও বলেছেন, 'আমরা এএপি-র সঙ্গে জোট করে হরিয়ানা ও দিল্লি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করেন তাঁরা ৯০টি আসনে (হরিয়ানার) আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যতদূর দিল্লি নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়, তাঁরা লোকসভা নির্বাচনের পরে ঘোষণা করেছিল, তাঁরা একাই দিল্লি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।'
অজয় মাকেন বলেছেন, 'শীলা দীক্ষিত যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কংগ্রেস দিল্লিতে ৭টি লোকসভা আসন জিতেছিল।

মহাকুম্ভ মেলার উদযাপনে সামিল গুগুল-ও

প্রয়াগরাজ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভ মেলার উদযাপনে সামিল হল সার্চ ইঞ্জিন গুগুল-ও। প্রয়াগরাজে চলা মহাকুম্ভ মেলার ভার্চুয়ালি উদযাপন চলছে গুগলের স্ক্রিনে।
মেলা ঘিরে দেশবাসীর আবেগকে শ্রদ্ধা জানাতে অভিনব এক উদ্যোগ নিয়েছে সার্চ ইঞ্জিন গুগল। তৈরি করা হয়েছে একটি অ্যানিমেশন। গুগল সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে 'মহা কুম্ভ' বা 'কুম্ভ মেলা' সার্চ করেই গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। এ যেন ঠিক ডিজিটালি গোলাপের পাপড়ি অর্পণ করে 'মহাকুম্ভর' অভিষেক করার সমান। শুধু একবারই নয়, ইচ্ছা হলে একাধিকবার এই অ্যানিমেশন দেখতে পারেন যে কোনও ব্যবহারকারী। ইমেলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাতে ও শেয়ার করতে পারবেন। শেয়ার করা যাবে ফেসবুক, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মেও।
কীভাবে হবে ডিজিটাল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন?
*প্রথমেই যেতে হবে মোবাইল বা ডেস্কটপের গুগল সার্চ ইঞ্জিনে
*এরপর বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজিতে 'মহাকুম্ভ' বা 'কুম্ভ মেলা' টাইপ করে ক্লিক করতে হবে সার্চ বটনে
*স্ক্রিনের নীচে গোলাপি রঙের একটি চিহ্ন দেখা যাবে
*চিহ্নটিতে ক্লিক করলেই স্ক্রিনে ঝড়ে পড়বে গোলাপের পাপড়ি
*অ্যানিমেশনের পাশে দেখা যাবে ৩টি অপশন
*প্রথম অপশনে ক্লিক করতে বন্ধ হয়ে যাবে অ্যানিমেশনটি
*দ্বিতীয় অপশনে ক্লিক করলে বাড়বে গোলাপের পাপড়ির সংখ্যা
*এই অপশনে প্রত্যেকবার ক্লিক করতেই গোলাপের পাপড়ি দেখা যাবে
*তৃতীয় অপশনে ক্লিক করে শেয়ার করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এমপিডব্লিউ (পুরুষ ও মহিলা) পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় আপাতত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ (AGNC), আইজিএম হাসপাতাল কমপ্লেক্স, পশ্চিম ত্রিপুরা-এর অডিটোরিয়াম হলে নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীন এমপিডব্লিউ(পুরুষ ও মহিলা) পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে ৪৭০ জন প্রার্থী। এরমধ্যে ১ : ৫ অনুপাতের ভিত্তিতে ৫০ জন পুরুষ ও ৫০ জন মহিলা প্রার্থীকে নিয়োগ করা হবে। যোগ্য প্রার্থীরা দয়া করে দপ্তরের ওয়েবসাইট www.healthtripura.gov.in www.healthrecruitment.tripura.in -এ গিয়ে আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ইং দুপুর ২:০০ টা থেকে তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারেন।
অথবা
লিখিত পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর যা গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে গৃহীত হয়েছিল তাও আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ইং দুপুর ২:০০ টা থেকে দপ্তরের উক্ত ওয়েবসাইটে দেখা
যেতে পারে।
ICA/D-1712/25

(ডাঃ অঞ্জন দাস) ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা
পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকার,
গোর্খাবস্তী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

E-TENDER
NOTICE INVITING TENDER
The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites of e-Tender from Original Equipment Manufacturers/Authorized Dealer for "Procurement of 2(two) nos. of Instrument sets for AV Fistula operation for use in the Dept. of Burn & Plastic Surgery, AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura" subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.nic.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to ..../02/2025
• The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
• Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C/ 3386/25
Medical Superintendent
(H.O.D.) AGMC & GBP Hospital, Agartala.

PNIe-T NO:-40/EE-1/2024-25, Dated 10/01/2025
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 31-01-2025 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
C O R R I G E N D U M
Please read,
"Name of work "Renovation/ Mtc, of MBB College Quarter Complex near River side (2 Nos. Building) at College Tilla during the year 2024-25" in place of "Renovation/ Maintenance of MBB College Quarter Complex at College Tilla during the year 2024-25/SH: Repair to Building" against PNIT No- 40/EE-1/2024-25, Dated, 10/01/2025 and DNIT No-102/SE-II/PWD(R&B)/2024-25 vide circulated under this office memo No-F. 160/PTN/EE-1/2024-25/2721-2788, Dated 10/01/2025.
All others terms & conditions shall remain unchanged.
ICA/C/3335/25
For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. SANJOY SARKAR)
Executive Engineer, (PWD)
Agartala Division No-I Agartala

Notice Inviting e-Tender
Tripura Tourism Development Corporation Ltd.
(A Government of Tripura undertaking)
Head Office: - Swetmahal, Palace Compound, Agartala-799001, Tripura (W)
Contact - (0381) 231-7878/232-3893/232-5930, Fax - (0381) 230-0496, Help Line: 0381-2300332 Website: - www.tripuratourism.gov.in Email: - tripuratourism09@rediffmail.com
The Managing Director, (TTDCL) invites online item rate e-tender for Operation and Maintenance of Manu Way Side Amenity (WSA) at Chailengta, Manu, Dhalai District, Tripura on Manage Operate Maintain and Transfer (MOMT) Mode (2nd Call) vide Tender ID No:- 2025_TTDC_56531_1, dated 03-01-2025 and DNIT No- 122/MD/TTDCL/Leaseout-ManuWSA-Chailengta-Dhalai/2024-25(2nd Call), dated 18-12-2024.
For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail: tripuratourism09@rediffmail.com
ICA/C/8325/25
Sd/-
Managing Director

বরমগীনাঙ/বরমগীনাঙজোক,
ককবরক তেই কুবুন বরক বাঙথায়া বসঙকক দাগিখুঙ, রীঙনক রীঙ নায়খুঙ, ত্রিপুরা হাফাঙনি লুউাজিমুঙবায় ফিল ব্রীহিচি সিনি (ফিল ৪৭) ককবরক সাল বীসকাঙ ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং-অ পালাইজাকনাই। অ কীথার পানদাঅ মানজাকফায়না বার্গীহি খা-বাই খুক-বাই কবকজাঅ।

হুকুমু পানদা বীতাং

সালমারি ঃ ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
থায় ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং -১, আগরতলা
জরা ঃ ফুঙ দাম ৮.৩০ - ফুঙ দাম ১০ জরা

পানদা চেঙসানাই তেই নারুউায় অকরা
মীচাঙ রতন লাল নাথ
বরমগীনাঙ হুকবা তাই কেরঙ মন্ত্রি, ত্রিপুরা হাফাঙ
বরমগীনাঙ নারুউাহি
মীচাঙ রামপদ জমাতিয়া
বরমগীনাঙ এম এল এ তাই মাইচাফাঙ-য়াকচু, ককবরক হামক্রাই কক বকসিননাই কমিটি
আচুকফাঙ
ডাঃ অতুল দেববর্মা
বরমগীনাঙ মাইচাফাঙ, ককবরক হামক্রাই কক বকসিননাই কমিটি
নারুউায় মতমসঙ
মীচাঙ রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, আই এ এস,
বরমগীনাঙ আলাহিদা সচিব, রীঙনক রীঙ নায়খুঙ , ত্রিপুরা হাফাঙ
মীচাঙ এন সি শর্মা, টি সি এস, এস এস জি,
বরমগীনাঙ দাগিফাঙ, রীঙনক রীঙ নায়খুঙ, ত্রিপুরা হাফাঙ
মীচাঙ অনিমেষ দেববর্মা, টি সি এস, এস এস জি,
বরমগীনাঙ দাগিফাঙ, কুচুক রীঙ নায়খুঙ, ত্রিপুরা হাফাঙ
মীচাঙ আনন্দ হরি জমাতিয়া, টি সি এস, এস এস জি,
বরমগীনাঙ দাগিফাঙ, ককবরক তেই কুবুন বরক বাঙথায়া বসঙকক দাগিখুঙ, ত্রিপুরা হাফাঙ

ICA/D-1720/25
দাগিফাঙ
ককবরক তেই কুবুন বরক বাঙথায়া বসঙকক দাগিখুঙ
ত্রিপুরা হাফাঙ

One Time Financial Support (2nd Installment for the Academic Year 2023-24) - সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত অ-উপজাতি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন, -পার্সি ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জন্য যে সকল ছাত্র/ছাত্রী কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৩ - ২৪ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শর্ত সাপেক্ষে সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তর থেকে এককালিন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতিমধ্যে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার জন্য আগামী ২৫/০২/২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদির প্রত্যায়িত নকল সহ আবেদন পত্র সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তরে জমা দিতে হবে।
ত্রথন
(১) নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণের প্রমানপত্র (pass Certificate of 1st course i.e. 1st & 2nd Semester Mark sheet) এবং দ্বিতীয় বর্ষের ভর্তির নিদর্শন (original Bonafide & Fees stucture) (২) Ration Card (৩) Aadhaar Card (৪) Xerox copy of Bank statement.
উক্ত সময়সীমার পর কোনো আবেদন পত্র জমা রাখা হবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। বিস্তারিত বিবরনের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট (minoritieswelfare tripura.gov.in) এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।
দূরভাষ :- ০৩৮১ - ২৩০০৮৩
ICA/D-1717/25
অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার

Tripura PWD Form - 6
The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	76/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2024-25.	₹2,89,77,955.00	₹5,79,559.00	180 Days	Up to 3.00 P.M. On 30.01.2025	At 4.00 P.M. on 30.01.2025 (if Possible)
2	77/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2024-25.	₹2,14,66,432.00	₹4,29,329.00	180 Days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal
https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3330/25
For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. M. Debnath) Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 33/EE/SNM/PWD/2024-25, Dt: 17/01/2025.
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 24/01/2025 for the following works:

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	137 /R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25.	Rs. 1,28,41,969.00	Rs 2,56,839.00	120 Days
2	138 /R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25.	Rs. 73,60,675.00	Rs 1,47,214.00	60 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3828/25
(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বেঁচে থাকার বাণী

রতন দাস

মোটর সাইকেলে
চালক একজন,
পেছনে আরো চার,
কে বাধা দেবে ওদের!
আছে এমন সাধ্য কার?
ভয় নেই চোখে,
ছুটছে কেবল সাঁই সাঁই করে,
কাপেও না হৃদয়,
কিছু হলেও তো হতে পারে।
যদি এমনি করে,
ধাক্কা লাগে! কোনো গাছে,
ভাঙবে,মাথা- ঠ্যাং,
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আরো যা যা আছে।
লোকের অভাব হবেনা,
ভিড় হবে,সার্কাসে যেমন হয়,
বেদনা তো , হবে শুধু তাঁদের
যারা বুকের দুধ পান করিয়ে,
নিজেকে করেছে ক্ষয়।
যারা জন্ম দিয়েছে ওদের,
হারভাঙ্গা কষ্ট সহ্য করে,
তারাই শুধু কাঁদবে আগলে,
আর বাকিরা সবাই,যাবে সরে।
তাই আগে থেকেই,নিজেকে
করো সাবধান,
চলো সঠিক নিয়মে,
যেটা লেখা আছে,
ট্রাফিক নীতির,
তাহলেই থাকবে অক্ষত,
বেঁচে যাবে প্রাণে ন
পড়ে নাও সময়ে,
ট্রাফিকের সেই নীতি,
আর থেমে যাও তখনই
যখন সিগন্যালে
জ্বলবে লাল বাতি।
দেখে চলো রাস্তা,
যখন তুমি চলমান,
কেউ তোমাকে
পিছে ফেলে গেলেও,
করিওনা কোনো অভিমান।
সর্বদা,হেলমেট পড়িয়ো
মাথায়, মায়ের কথা ভেবে,
তাঁর যেন একফোটা,চোখের
জলও না ঝরে,
কাঁদতে যেন না হয়,
সন্তানের অভাবে।

রান্নায় কেবল সাদা লবণই নয় ব্যবহার করুন নীল-লাল-গোলাপি লবণও

রান্নাতে লবণ না থাকলে তা যেন হয় স্বাদহীন। সাধারণত আমরা প্রায় সকলেই রোজের জীবনে সাদা লবণ ব্যবহার করে থাকি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আয়োডাইজড এই নুনই রান্নায় পড়ে। কিন্তু এ ছাড়াও নানান ধরণের নুন পাওয়া যায়। এরকম বিভিন্ন ধরণের নুনের মধ্যে সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সৈন্ধব নুন বা হিমালয় রক সল্ট। সুস্বাস্থ্যের জন্য অনেকেই এই নাঞ্জুনুন রান্নায় দিয়ে থাকেন। তবে এই সৈন্ধব লবণ বা গোলাপি লবণ ছাড়াও নীল লবণ, কালা নামক এর মতোও নানান ধরণের লবন আছে। যার মধ্যে বেশ কয়েক ধরণের নুন স্বাস্থ্যের উন্নতিও করে। দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের বিভিন্ন ধরণের নুনের প্রকার।

টেবিল সল্ট- টেবিল সল্ট 'আয়োডিনযুক্ত লবণ' নামেও পরিচিত। টেবিল লবণে সূক্ষ্ম দানা থাকে এবং এতে সাধারণত পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং ক্লাম্পিং প্রতিরোধ করার জন্য একটি অ্যান্টি-কেকিং এজেন্ট থাকে। এটির অল্প পরিমাণে দিলেই কাজ হয়।এই কারণে এটি বেকিংয়ের জন্য সেরা। তবে এটি মুখরোচক রেসিপিগুলির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। হিমালয় পিঙ্ক সল্ট গোলাপি লবণ বা হিমালয় রক সল্ট পাকিস্তানের খেওড়া লবণের খনি থেকে পাওয়া যায়। এটিতে মানবদেহের প্রয়োজনীয় সমস্ত ৮৪টি প্রাকৃতিক খনিজ রয়েছে। বর্তমানে এই লবণ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সামুদ্রিক লবণ। সমুদ্রের লবণ বাষ্পীভূত সামুদ্রিক জল থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং এর উতের উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা পরিবর্তিত হতে পারে। এই লবণে অনেক খনিজ রয়েছে যা একটি জটিল গন্ধ প্রদান করে।

কোশার লবণ কোশের লবণ একটি বহুমুখী বিকল্প। এটি হালকা অথচ মোটা টেক্সচারের। যা সহজেই দ্রবীভূত হয়। এটি অতিরিক্ত লবণাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং বিভিন্ন খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে। নীল লবণ। নীল লবণ ভারতে পাওয়া যায় না। তবে এটি ইরানে পাওয়া যায়। নীল লবণের পোশাকি নাম পারসিয়ান সল্ট। প্রায় ২ হাজার বছর আগে ইরানে এই লবণ আবিষ্কার হয়। তারপর থেকে এই লবণ খনি থেকে তোলা চলছে। খনিতে জমাট বাঁধা এই লবণ তুলে এনে রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার পরে এই নীল লবণ তৈরি হয়। এই লবণ নীল রঙের দেখতে হয়, তার কারণ এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ। এই লবণে ভরা থাকে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম। সেই সঙ্গে এর খাদ্যগুণও অনেক। খেতে অবশ্য সাধারণ লবণের মত নয়, একটু অন্যরকম। খেলে খনিজের স্বাদ স্পষ্ট। লাল লবণ। লাল লবণ, বা অশ্বত্রথ লবণ, হাওয়াই দ্বীপে পাওয়া লাল আগ্নেয় কাদামাটি থেকে তৈরি হয়। এটিতে ৮০ টিরও বেশি খনিজ রয়েছে এবং এটি আয়রন অক্সাইড সমৃদ্ধ। এই মৃদু এবং সূক্ষ্ম লবণ মাংস এবং মাছ মসলা এবং সংরক্ষণের জন্য চমৎকার, এবং এটি খাবারে রঙ যোগ করে। হিমালয় কালো লবণ (কালা নামক)। দক্ষিণ এশীয় রন্ধনশৈলীতে জনপ্রিয় একটি রক লবণ হলো কালা নামক । উচ্চ সালফার সামগ্রীর কারণে এটির একটি স্বতন্ত্র 'ডিমের মতো' স্বাদ রয়েছে। ডিমের স্বাদ অনুকরণ করতে এটি সাধারণত নিরামিষ খাবারে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য কালো লবণের উপকারিতা বেশ উল্লেখ্য। ধূসর লবণ (ফ্লেউর ডি সেল) কেল্টিক সামুদ্রিক লবণ নামেও পরিচিত, ধূসর লবণ ফ্রান্সের উপকূলে আটলান্টিক জোয়ারের পুকুর থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি সমাপ্ত রেসিপি, রোস্টিং, গ্রিলিং এবং শাকসবজি ভাজার জন্য আদর্শ।

স্বাদযুক্ত লবণ স্বাদযুক্ত লবণ হল ফ্লেকি লবণ এবং শুকনো মশলা বা ভেষজ মিশ্রণ। এটি খাবারের স্বাদকে আরও সুস্বাদু করে তোলে। এগুলি মাংস, মুরগি, মাছ এবং শাকসবজির জন্য দুর্দান্ত। রসুন লবণ। এটি দানাদার রসুনের গুঁড়া এবং টেবিল লবণের মিশ্রণ। রান্না করার সময় রসুন এবং লবণের একই সাথে উভয় স্বাদ প্রদান করে।

আচার লবণ। আয়োডিন বা সংযোজন ছাড়াই মোটা লবণ, এটি ফল ও সবজি আচারের জন্য আদর্শ। লবণ সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

রক্তচাপ, সুগার, থাইরয়েড, হৃদরোগ-সহ একাধিক রোগ ডেকে আনে ফাস্টফুড

সন্ধ্যে বেলার টিফিন হোক কিংবা ছুটির দিনে পেটপুজো, প্রায় সকলেরই ফাস্টফুড হিসেবে চাইনিজ খাবার বেশ প্রিয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই চাইনিজের অন্যতম খাবার চাউমিন, চিলি চিকেনে ব্যবহার করা হয় আজিনামটো । এই মশলাটি স্বাদে হাল্কা নোনতা। এটির নিজস্ব সুগন্ধও আছে। কিন্তু এর রয়েছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি রক্তচাপ, সুগার, থাইরয়েড, হৃদরোগ, এমনকী ক্যানসার পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে এই মারাত্মক বিষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে শিশুদের। যার জন্য আজিনামটোকে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন "নিঃশব্দ ঘাতক"!

আজিনামটো কী? আজিনামটো মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট গোত্রের একটি উপাদান। বিভিন্ন খাবারের স্বাদ এবং গন্ধের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। জাপানের এক সংস্থা প্রথম মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট-কে আজিনামটো নামে বিক্রি করতে শুরু করে। তখন থেকেই এটি আজিনামটো নামে পরিচিত। এই মশলাটি স্বাদে হাল্কা নোনতা। এটির নিজস্ব সুগন্ধও আছে। ফলে অনেকেই চিউমিনের মতো চিনা মেজাজের খাবারে এই মশলাটি ব্যবহার করেন। শরীরে কী প্রভাব ফেলে আজিনামটো?

আজিনামটো অল্প মাত্রায় খাবারে ব্যবহার করা হলে শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। এমনই বলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় এটি খাবারে ব্যবহার করলে মৃদু রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ দিন ধরে খেয়ে গেলে ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের শরীরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে আজিনামোটো। আজিনামোটোর প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শরীরে। এই সময় শরীরে অতিরিক্ত সোডিয়াম গেলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। তার প্রভাব পড়ে গর্ভজাত শিশুর ওপর আজিনামোটোর প্রভাব সরাসরি পড়ে হার্টে। বাড়ে হৃদরোগের আশঙ্কা। বুকে ব্যথা শুরু হয়। হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। আজিনামোটোয় মাথাব্যথা বাড়তে থাকে। এই মাথাব্যথা মাইগ্রেনের রূপ নিতে পারে।

অনেকসময় রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যার জেরে নিউমোনিয়া হতে পারে।

ফুসফুসের বায়ুথলির পর্দা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে আজিনামোটো খেলে কমে যেতে পারে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও। স্নায়ুতন্ত্রের ওপরও প্রভাব ফেলে আজিনামোটো। পারকিনসন্স, অ্যালঝাইমার্স, হান্টিংটন, অটিজমের মতো রোগ পর্যন্ত হতে পারে। থাইরয়েড, ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, হাঁপানির মতো রোগও হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, আজিনামটো হৃদ্রোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, এটি খেলে দৃষ্টিশক্তি কমে এমনও নানা ধরনের প্রচার দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। তবে পরিমিত মাত্রায় এটি খেলে কোনও সমস্যা নেই বলেই বক্তব্য চিকিৎসকদের।

মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে কয়েকটি যোগা করুন

মাথা ব্যথা হয়না এমন মানুষ খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকলেই মাথা ব্যথার সমস্যায় ভুগে থাকেন। আবার অনেকের মাঝেমাঝেই মাথার বাম পাশে কিংবা মাথার পিছন দিকটায় ব্যথা করে। এই ধরণের মাথা ব্যথার বড় কারণ হলো মাইগ্রেন । এই ধরণের মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে মাথার একপাশে কম্পন দিয়ে মাঝারি বা তীব্র ধরনের ব্যথা হয়। কখনো কখনো এই ব্যথা মাথার একপাশে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে ওই পাশের পুরো স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আবার মাইগ্রেনের সমস্যায় কখনো কখনো ব্যাথার সঙ্গে দৃষ্টি বিভ্রম বা বমি বমি ভাবও অনুভব হতে পারে। যারা এই সমস্যায় ভুগে থাকেন তাদের বেশিরভাগই এই ব্যথা কমানোর জন্য প্রচুর ওষুধ খেয়ে থাকেন। তবে তাতে সাময়িক স্বস্তিই মেলে। কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হয় সেই তীব্র মাথা ব্যথা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে বড় সাহায্য করতে পারে যোগাসন।

মাইগ্রেনের ব্যথা থেকে উপশম পেতে কোন কোন যোগাভ্যাস করবেন?।

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা ওষুধ খেয়ে পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না। জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে না পারলে এই ধরনের যন্ত্রণা বশে রাখা সম্ভব নয়। তাই যোগ প্রশিক্ষকেরা বলছেন, নিয়মিত কিছু যোগাসন করে এই ধরনের সমস্যাকে বশে রাখা যায়।

পদ্মাসন। পদ্মাসন করার জন্য পা দুটি সামনে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। এরপর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাঁ জানুর ওপর এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে ডান পায়ের গোড়ালী তলপেটে বাঁ দিকের মূলাধার স্পর্শ করে। এখন বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে ডান পায়ের উপর এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে বাঁ পায়ের গোড়ালী ডান দিকের মূলাধার স্পর্শ করে। এই অবস্থায় যাতে হাঁটু ভূমি থেকে না উঠে পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। এই আসনে অবস্থানকালে শির, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড সোজা ও সরলভাবে তাকবে। হাত দুটি পাশের ছবির মতো কোলের উপর রাখলে ভালো হয়।

পদ্মাসনের উপকারিতা : এই আসন অভ্যাসে মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে তো থেকেই পাশাপাশি পায়ের বাত ইত্যাদি দূর হয়। পদ্মাসন একটি শারীরিক অবস্থান, যাতে মেরুদণ্ড বাঁকে না। ফলে পদ্মাসনের উপকারিতা সার্বিক শরীর সুস্থ্য থাকে।

পশ্চিমোত্তনাসন-ঃ পশ্চিমোত্তনাসন করার জন্য প্রথমে দুই পা টানটান করে সোজা হয়ে বসতে হবে। এরপর শ্বাস নিতে নিতে দুই হাত মাথার উপরে তুলতে হবে। এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাতসহ কোমর থেকে সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে মুখ হাঁটুতে স্পর্শ করতে হবে।

পশ্চিমোত্তনাসনের উপকারিতা : পশ্চিমোত্তনাসনের উপকারিতা মাইগ্রেনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে সায়াটিকা হওয়ার সম্ভাবনা কমায়, মনকে শান্ত করতে এবং শরীরে প্রশান্তিদায়ক প্রভাব প্রদান করে উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। পদাহস্তাসন। পদাহস্তাসন করার জন্য প্রথমে টানটান হয়ে দাঁড়ান। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এ বার কানের পাশ থেকে দুই হাত তুলে মাথার উপরে রাখুন। এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে ঝুঁকে পায়ের পাতা স্পর্শ করুন। তবে এই সময়ে খেয়াল রাখতে হবে, হাঁটু যেন ভেঙে না যায়। পদাহস্তাসনের উপকারিতা এই যোগাসন ডায়াবিটিস, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের উপকার দিতে পারে। পেটের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে বেশ কার্যকর এই আসনটি। মানসিক উদ্বেগ কমাতেও সহায়তা করতে পারে।

সেতুবন্ধনাসন।- সেতুবন্ধনাসন করার জন্য প্রথমে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে।এরপর হাঁটু ভাঁজ করে পা দু'টো নিতম্বের কাছে রেখে ধীরে ধীরে মাটি থেকে কোমর তুলে ধরতে হবে। এ বার দুই হাত টান টান করে, গোড়ালি স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। সেতুবন্ধনাসনের উপকারিতা : মাইগ্রেনের ব্যথা উপশম করতে সেতুবন্ধনাসনের উপকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে এই যোগার ভালো ফল পেতে দিনে ৪ থেকে ৫ বার অভ্যাস করুন। প্রসঙ্গত, মাইগ্রেন নানান কারণে হতে পারে, যেমন- মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কার্যক্রম, হরমোনজনিত পরিবর্তন, শারীরিক বিভিন্ন কারণ, খাদ্যাভাস। মাইগ্রেনের সে ধরনের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে চিকিৎসকের পরামর্শে থেকে নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপন মাইগ্রেনকে এড়িয়ে চলতে অনেকাংশে সাহায্য করে। আর এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যোগাসন।

সুস্থ্য রাখবে সুষম ডায়েট

সুস্থ্য থাকতে "সুষম ডায়েট" মেনে চলা উচিত এই কথা আট থেকে আশি সকলেই জানি। তবে তা আসলে মেনে চলি হাতে গুনে কয়েকজন। আবার "সুষম ডায়েট" মেনে চলার ইচ্ছা থাকলেও কী কী ধরণের খাবার কত পরিমাণে খাওয়া উচিত সে সম্পর্কেও জ্ঞান মানুষের খুব কম। যার ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই যেমন পারেন তেমন খাবার রোজ খেয়ে থাকেন। সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সরকারও। তাই প্রায় ১৩ বছর পর ভারতীয়দের জন্য খাদ্যতালিকা নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে এনআইএন হায়দরাবাদ অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনের তরফ থেকে। মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, রোগ এবং খাদ্যাভাসের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে আইসিএমআর এর অধীনস্ত এনআইএন। সুষম ডায়েট বা ব্যালান্সড ডায়েট কী? আইসিএমআর-এর রিপোর্ট বলছে, বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে দৈনন্দিন ক্যালোরির পরিমাণ। রোজ আমরা কী খাচ্ছি, কতটা খাচ্ছি, সেই খাবার থেকে শরীরে কতটা পুষ্টি উপাদান যাচ্ছে, আর কতটা খারাপ জিনিস ঢুকছে, তার সঠিক পরিমাণ বার করে সুষম খাবারের তালিকা তৈরি করার নামই ডায়েট। একে বলা হয় সুষম ডায়েট বা ব্যালান্সড ডায়েট। আইসিএমআর-এর রিপোর্ট বলছে, বিএমআই ৩০-এর উপরে উঠতে দেওয়া যাবে না। মোট ক্যালোরির ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ যেন আসে উপকারি ফ্যাট থেকে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট ৭ শতাংশের বেশি থাকলে চলবে না। তাই সুষম ডায়েটে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বেশি খেতে হবে, রেড মিট, অ্যালকোহল একদম বয়কট করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত মাংস, বেশি তেল রয়েছে এমন খাবার বাড়িয়ে দেয় কোলেস্টেরলের মাত্রা।

ভারতীয়দের জন্য খাদ্যতালিকা নির্দেশিকা।

আমাদের বেশিরভাগ ব্যক্তির রোজের খাওয়া মানে ভাত বা রুটি, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস বা ডিমই বুঝি। সেই সঙ্গে দুধ, কিছু বাদাম বা দানাশস্যও থাকে রোজের পাতে। কিন্তু তা-ও দেখা যায়, রোজের এই খাবার খেয়েও কারও ওজন বাড়ে, আবার কারও কমতে থাকে। কেউ ভোগেন অপুষ্টিতে, তো কেউ স্থূলতায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তথ্য বলছে, ৫৬.৪ শতাংশ ভারতীয়ই সঠিক ডায়েট মেনে চলেন না। সে জন্য অনেক শিশুই ছোট থেকে ম্যারাসমাস জাতীয় অপুষ্টির শিকার হয়। আবার অনেকে ভোগে ডায়াবিটিস বা হাইপারটেনশনে। বাড়তি ওজন বা স্থূলত্বেরও শিকার অনেকে। এক্ষেত্রে সুস্থ্য থাকতে অনেকে নিজের মতো করে ডায়েট মেনে চলেন। তবে তাতেও লাভের লাভ কিছু হয় না। এক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না সুষম ডায়েট। সুস্থ্য থাকতে, রোগভোগ দূরে রাখতে সুষম খাদ্যের গুরুত্ব বিশাল। তাই এই ডায়েটে কী কী খাবার কত পরিমাণে রাখা উচিত সেই সম্পর্কে সকলে অবগত করতেই প্রায় ১৩ বছর পর ভারতীয়দের জন্য খাদ্যতালিকা নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে এনআইএন হায়দরাবাদ অর্থাৎ হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশনের তরফ থেকে। মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, রোগ এবং খাদ্যাভাসের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছে আইসিএমআর এর অধীনস্ত এনআইএন। আইসিএমআরের হিসেবে অনুযায়ী রোজের ভাত-ডাল-তরকারি অথবা মাছ-মাংস-ডিম, দানাশস্য, দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য সঠিক পরিমাণে খাওয়াই হল সুষম ডায়েট। সুষম ডায়েট রোজকার যাপনে মেনে চলাই যায়। এতে আলাদা করে বিশাল খরচের ব্যাপার নেই, ঘরে যা রোজকার খাওয়াদাওয়া তারই একটু এ দিক-ও দিক করে ডায়েট মানা যায়। দেখে নিন কোন ধরণের খাবার কত পরিমাণে খাবেন-

রোজের ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল সব থাকবে। সবুজ শাকসবজি, স্যালাড যেমন রোজের খাদ্যতালিকায় থাকবে। তেমনি থাকবে ডাল, রুটি ফাইবারের জোগান। গোটা ফলও রাখতে হবে। ঘি, সর্ষের তেল, তিলের তেল, আখরোট, কাজু, আমন্ড ফ্যাটের চাহিদা পূরণ করবে। তবে বাইরে থেকে কেনা খাবার, ট্রান্স ফ্যাট আছে এমন খাবার খাওয়া চলবে না। প্রোটিনের জন্য ডাল, পনির, ছানা, ডিম, চিকেন, ছোলা-মুগ, ছাতু, মাছ সবই খাওয়া যেতে পারে। কেউ যদি ছোট থেকে দু'বেলা ভাত খেয়ে বড় হন আর বড় হয়ে "সুস্থ্য" হওয়ার জন্য হঠাৎ ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেন, তার বদলে শুধু সব্জি ও মাংস সেদ্ধ খেতে থাকেন, তা হলে কিন্তু শরীর মেনে নেবে না। নানা রকম অসুখবিসুখ দেখা দেবে। তাই ভাত খান। তবে পরিমিত ভাবে। প্রতি দিন তাজা ফল ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম বা আধ কাপের মতো।

আইসিএমআর অনুযায়ী রোজ ভাত-ডাল-তরকারি, মাছ-মাংস- ডিম, দানাশস্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য সঠিক পরিমাণে খাওয়াই সুষম ডায়েট ডায়েট রোজ নানা রকম দানাশস্য যেমন- গম, বাজরা, ওট, মিলেট ইত্যাদি ২৫০ গ্রাম বা আড়াই কাপের মতো রাখতে হবে। ডাল জাতীয় খাবার খেতে হবে ৮৫ গ্রাম বা ৩/৪ কাপ মতো। সুষম ডায়েটে দিনে এক থেকে দেড় কাপ দুধ বা দই রাখলে ভাল। বাদাম, বীজ ৩৫ গ্রাম বা ৩ চা চামচের মতো খেতে হবে। ডায়েটে ফ্যাট থাকবে ২৭ গ্রাম বা আড়াই চা চামচের মতো।

চুলের জেল্লা ফেরান ঘরোয়া টোটকায়

ইংরেজি নতুন বছরের শুরু থেকেই অনেকেই সেজেগুজে হপিংয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তবে যতই ভালো জামা বা মেকআপ থাকুক না কেন, চুলের সৌন্দর্য না থাকলে সবকিছুই যেন লাগে ফিকে। বর্তমানের বায়ু দূষণ, ধুলো বালি দূষণের কারণে হেয়ার ফল তো হয়ই। সঙ্গে প্রাকৃতিক জেল্লাও হারিয়ে যায় চুল থেকে। তবে বিশেষ কিছু টোটকা মেনে চললে ফিরে আসবে চুলের পুরোনো জেল্লা। আসবে সাইন। দেখে নিন সহজ উপায়ে কীভাবে চুলের জেল্লা ফেরানো যায়?

আপেল সাইডার ভিনিগার - চুলের জন্য আপেল সিডার ভিনেগার দারুন কাজ করে। এটি চুলের জেল্লা ফিরিয়ে আনে। এর জন্য আজ থেকেই নিয়মিত আপেল সাইডার ভিনিগারের ব্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে ২থেকে ৩ ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে রোজ স্ক্যাল্প ও চুলে লাগান। এতে চুল রেশমের মতো হবে। ঝলমল করবে চুল। পাশাপাশি এর ছোঁয়ায় স্ক্যাল্পের দ্বষ ঠিক থাকবে। এছাড়া এসিভির অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ধর্ম স্ক্যাল্পের প্রদাহ, চুলকানি এবং খুশকির দাপটও কমাবে। চুলের জন্য আপেল সিডার ভিনেগার কাজ করবে ম্যাজিকের মতো।

চুলের তেল - ঘন, কালো, সাইনি চুল পেতে অনেকেই নিয়মিত চুলে তেল মাসাজ করেন। নারকেল তেল, অলিভ অয়েল, বা আমন্ড অয়েল যার যেটা পছন্দ। তবে সেই সব তেলের কার্যকারীতা বাড়াতে চাইলে কিন্তু মেশাতে হবে কয়েকটি বীজ। এই তেল বানাতে প্রয়োজন ২ টেবিল চামচ কুমড়ো বীজের তেল, ১ চা চামচ ভিটামিন ই অয়েল ১ টেবিল চামচ তিসি বীজ এবং কালো জিরের তেল। মনে হলে পাঁচ ফোঁটা রোজমেরি এসেনশিয়াল অয়েল যোগ করতে পারেন। একটি কাঁচের শিশিতে একে একে কুমড়োর বীজ, ভিটামিন ই অয়েল, তিসি বীজ ও কালো জিরের তেল মিশিয়ে নিন। ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর তাতে পাঁচ ফোঁটা রোজমেরি অয়েল দিয়ে দিন। এবার সব উপাদান মেশানো হয়ে গেলে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিলেই প্রস্তুত আপনার ম্যাজিক চুলের তেল । এই বিশেষ চুলের তেলে থাকে অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা চুলের স্বাস্থ্য ভালো করার পাশাপাশি চুলের জেল্লা ফিরিয়ে আনবে।

ঠান্ডা জলে শ্যাম্পু - অনেকে গরম জল দিয়ে শ্যাম্পু করে থাকেন। তবে এর জন্য চুল আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। তাই ঠান্ডা জলেই চুল ধুয়ে নিন। ঠান্ডা জল কিউটিকল বুজিয়ে দেয়। ফলে চুল ফ্লাট দেখায়। ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে চুল রুক্ষ হয়ে ছিঁড়ে যাবে না। শাইনও অটুট থাকবে এবং চুল হবে ম্যানেজেবল।

চিরুনি - অনেক সময় ভুল ধরণের চিরুনি ব্যবহার করার জন্য চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, জেল্লা হারায়। তাই সফট এন্ড ব্রাশ বেছে নিন। এর ব্যবহারে স্ক্যাল্পের ক্ষতি হবে না। সঙ্গে ড্রাই স্ক্যাল্পের সমস্যাও এড়ানো যাবে। এদিকে খেয়াল রাখতে হবে, সেবাসিয়াস গ্রন্থি স্ক্যাল্পকে লুব্রিকেট করার জন্য প্রাকৃতিক তেল উৎপাদন করে। যার কারণে চুলের শাইনও অটুট থাকে। তবে ভুল ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়ালে এই প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে।

বালিশের কভার : বালিশে মাথা রেখে ঘুমানোর সময় চুলের সঙ্গে বালিশের কভারের ঘর্ষণ হয়। সুতি বা অন্যান্য ফ্যাব্রিকের কভারের সঙ্গে ঘর্ষণ বেশি হয়। ফলে চুলের জেল্লা বজায় রাখতে সিল্কের বালিশের কভার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। সিল্কের কভারের ক্ষেত্রে এই ঘর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। ফলে স্ক্যাল্পে ময়লা, তেলও জমে না।

শনিবার আগরতলায় মেয়রর দীপক মজুমদারের জন্মদিন পালিত হয়।

প্রয়াত মণিপুরের বিধায়ক এন কাইসি, শোক ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিঙের

ইমফল, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : চলে গেলেন বিধায়ক এন কাইসি। আজ সকালে সেনাপতি জেলান্তর্গত ৪৯ নম্বর তাদুবি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক 'ন্যাশনাল পিপলস পার্টি' (এনপিপি)-র নেতা ৫৮ বছর বয়সি এন কাইসি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং সহ বহুজন।

জানা গেছে, বিধায়ক কাইসি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। আজ শনিবার বেলা দেড়টা নাগাদ ইমফলের ল্যামফেলে তাঁর সরকারি বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

২০২১ সাল থেকে আমৃত্যু মণিপুর প্রদেশ ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সভাপতি পদে ছিলেন এন কাইসি। তিনি রাজ্যের একজন অত্যন্ত সম্মানিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

বিধায়ক হিসেবে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে প্রচুর কাজ করেছেন। তিনি ২০১৭ এবং ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদুবি কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন এবং মৎস্য দফতরের মন্ত্রী ছিলেন।

এন কাইসির মৃত্যুর খবরে তাঁর নির্বাচনী এলাকা সহ মণিপুরের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর বিনয়ী, নম্রতা, সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন মহল থেকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

কোয়ারাটশেলিয়া ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি চুক্তিতে নাপোলি থেকে পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন

প্যারিস, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): লিগ ১ ক্লাব শুক্রবার ঘোষণা করেছে, জর্জিয়ান ফরোয়ার্ড খভিচা কোয়ারাটসেলিয়া ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি চুক্তিতে সেরি এ দল নাপোলি থেকে প্যারিস সেন্ট জার্মেইতে যোগ দিয়েছেন।

উভয় পক্ষই চুক্তির আর্থিক বিবরণ প্রকাশ করেনি, তবে মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ফরাসি চ্যাম্পিয়নকোয়ারাটশেলিয়ার জন্য ৭০ মিলিয়ন ইউরো ফি এবং অ্যাড-অন প্রদান করেছে।

প্যারিস ক্লাব এক বিবৃতিতে বলেছে, ' পিএসজি খভিচা কোয়ারাটসেলিয়াতে স্বাক্ষর করার ঘোষণা দিতে পেরে তারা আনন্দিত। ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার এই ৭ নম্বর শার্টটি পরবেন, এবং ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম জর্জিয়ান খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন।'

কোয়ারাটশেলিয়া ২০২২ সালে নাপোলির হয়ে চুক্তিবদ্ধ হন, ৩৪টি খেলায় ১২টি গোল এবং ১৩টি অ্যাসিস্ট সহ ৩৩ বছরের মধ্যে ক্লাবটিকে তাদের প্রথম স্কুডেটো জিততে সাহায্য করেছিলেন এবং সেরি এ-এর সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

'খভিচা বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ খেলোয়াড়। একটি দুর্দান্ত প্রতিভা, কিন্তু এমন একজন খেলোয়াড়ও যার সাহস আছে এবং দলের জন্য সব কিছুর উপরে লড়াই করে," বলেছেন পিএসজি সভাপতি নাসের আল-খেলাইফি।

শ্রীভূমির নিলামবাজারে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুই, এখনও সংকটজনক শিশু সহ দুই

শ্রীভূমি (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গতকাল শুত্রবার সকালে শ্রীভূমি জেলা সদর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরবর্তী নিলামবাজারে সংঘটিত এক ভয়ানক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দুই। এখনও এক শিশু সহ দুজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। গতকাল সকালে নিলামবাজার কলেজের সামনে ৮ নম্বর অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে এএস ১০ ই ৯২৭৩ নম্বরের চার চাকার যাত্রীবাহী ক্রুইজারের সঙ্গে এএস ১০ এসি ৮৮৮৫ নম্বরের একটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল জনৈক কামাল উদ্দিনের। দুর্ঘটনার পর গুরুতরভাবে আহত চারজনকে শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। তাঁদের মধ্যে শুত্রবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন শ্রীভূমি জেলান্তর্গত রাতাবাড়ি থানাধীন নিভিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার চেরাগির বাসিন্দা মাতাব উদ্দিন (৪৫)।

ভারতের বিদেশনীতির প্রতি রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্ব দিয়ে আসছে : এস জয়শঙ্কর

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিদেশনীতির প্রতি রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্ব দিয়ে আসছে। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, ১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্ব দেখেছে এমন সমস্ত উত্থান-পতন সত্ত্বেও, এটি এমন একটি সম্পর্ক যা মূলত স্থির রয়েছে। শনিবার মুম্বইয়ে নবম ননী এ পালখিবালা স্মারক বক্তৃতায় জয়শঙ্কর বলেছেন, 'কয়েক দশক ধরে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ক্যালকুলাসে রাশিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। রাশিয়া যখন এশিয়ার দিকে নিজস্ব মনোযোগ পুনঃনির্দেশিত করছে, সেখানে আরও একটি যুক্তি দেখা যাচ্ছে।'

এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি স্থিতিশীল ফলাফল রয়েছে। সহযোগিতার সংযোগ সম্ভাবনাও মহান প্রতিশ্রুতি রাখে। ভারতের বিস্তৃত পদচিহ্ন অনিবার্য্যভাবে অনেক অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব পূরণ করবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতও ইউক্রেনের চলমান সংঘাতের প্রভাবে অভেদ্য নয়। ভারত সংলাপ এবং কূটনীতির অবিচল প্রবক্তা, এতেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে।'

বিজেপি প্রতারণা ও মিথ্যাচারের দল : অলকা লাম্বা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। তাঁর মতে, বিজেপি প্রতারণা ও মিথ্যাচারের দল। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী অলকা লাম্বা। শনিবার তিনি নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে বলেছেন, 'রাজস্থান সরকার ৫০০ টাকায় সিলিন্ডার দিচ্ছিল।

পুলিশের মারে মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল কোচবিহার, রাজ্য সড়ক অবরোধ

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): গভীর রাতে এক দোকানির বাড়িতে চড়াও হয় পুলিশ। বাড়ির লোকদের মারধর ও আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের মারের চোটে বাড়িতেই মারা যান এক মাঝবয়সী মহিলা। এই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকালে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দোষী পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে এক দোকানির বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। হরিণচোরা এলাকায় ওই বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতিতে বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যান। পুলিশ ওই দোকানের মালিক, কর্মী-সহ চারজনকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কী কারণে অত রাতে পুলিশ বাড়িতে এসেছে? কেনই বা তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হবে? সেই প্রশ্ন পুলিশকে করা হলেও কোনও কথা বলা হয়নি। বরং পুলিশ ওই পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে।

বাড়ির বাসিন্দা বছর ৫৫-র আম্বিয়া বিবি পুলিশকে ঠেকাতে গিয়ে মার খান বলে অভিযোগ। তারপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে যান। কিছু সময় পরেই ওই মহিলার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশের মারেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাতে মহিলা কর্মী ছাড়াই পুলিশ ওই বাড়িতে হানা দিয়েছিল বলেও দাবি বাসিন্দাদের।

সূত্রের খবর, বুধবার রাতে হরিণচোরা এলাকায় রাস্তার ধারের পুলিশের গাড়ি ধোওয়া হচ্ছিল। সেসময় এক দোকানির সঙ্গে পুলিশের গাড়ির চালকের ঝামেলা হয়। সেময় ঝামেলা মিটে গেলেও সেই সূত্রেই শুক্রবার রাতে পুলিশ ওই অভিযান চালায় বলে অভিযোগ।

প্রয়াগরাজে গঙ্গা আরতি করলেন রাজনাথ সিং, ডুবও দিলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে

প্রয়াগরাজ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গঙ্গা আরতি করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ডুবও দিলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে। শনিবার মহাকুম্ভ মেলার ষষ্ঠদিনে প্রয়াগরাজে আসেন রাজনাথ সিং। প্রথমে গঙ্গা আরতি করেন তিনি। এরপর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী ও দলের অন্যান্য নেতারা। তাঁরাও গঙ্গা আরতি করেন এবং ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করেন।

স্বামীত্ব প্রকল্পের অধীনে ৬৫ লক্ষ সম্পত্তি কার্ড বিলি, উপভোক্তাদের সঙ্গে বার্তালাপ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বামীত্ব যোজনার আওতায় দেশের ১০টি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বহু মানুষের হাতে তাঁদের ভূ-সম্পত্তির মালিকানার দলিল স্বরূপ ৬৫ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে স্বামীত্ব প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গেও বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের সিওনি থেকে মনোহর নামে এক সুবিধাভোগীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। তিনি এই প্রকল্প থেকে কতটা উপকৃত হয়েছেন, তাও শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

তাঁকে এবং তাঁর বোনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, অভিযোগ শেখ হাসিনার

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, গত বছরের ৫ আগস্ট যখন ছাত্র আন্দোলনের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, সেই মুহূর্তে তাঁকে এবং তাঁর বোন রেহানাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত একটি অডিওতে এই অভিযোগ করেছেন শেখ হাসিনা।

হাসিনা বলেন, "রেহানা আর আমি, মাত্র ২০-২৫ মিনিটের ব্যবধানে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এটি প্রথমবার নয়, এর আগেও আমাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে।" শেখ হাসিনা জানান, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তিনি বলেন, "২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া, কোটালিপাড়ার বোমা বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া বা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনার পরও আমি বেঁচে রয়েছিএগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়।

দামোহ: স্পা থেকে আপত্তিজনক অবস্থায় গ্রেফতার কয়েকজন ছেলে-মেয়ে

দামোহ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের দামোহর তিনগুল্লি মোড়ের কাছে একটি স্পা সেন্টারে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, সেখানে আপত্তিকর অবস্থায় কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ এই অভিযান চালায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই স্পা সেন্টারের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল আগেই। এদিন অভিযান চালিয়ে ৫ জন মেয়ে ও ৩ জন ছেলেকে আপত্তিকর অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ এই বিষয়ে আরও তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

রাস্তা থেকে ৫০ ফুট নীচে পড়লো অটো, আহত ৪

ডোডা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): রাস্তা থেকে ৫০ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়লো অটো। জানা গেছে, শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরে ডোডাগামী একটি অটো কোটি নালার কাছে রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় ৫০ ফুট নীচে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ডোডাগামী একটি অটো রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় ৫০ ফুট নীচে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

আর জি করের ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ : সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি করে ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা খারাপ। শনিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। আর জি কর মামলা প্রসঙ্গে দিল্লিতে সাংবাদিকদের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'আদালত তাকে (সঞ্জয় রায়) দোষী সাব্যস্ত করেছে, তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশ্বাস করে যে এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে। কলকাতা পুলিশ যখন পাঁচ দিন ধরে এই মামলার তদন্ত করছিল, সেই পাঁচ দিনে প্রমাণ কারচুপি করা হয়েছিল। আমরা কঠোর শাস্তি চাই, আর জি কর ঘটনাটি প্রকাশ করেছে যে পশ্চিমবঙ্গর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়।'

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'তদন্ত নির্ভর করে উপলভ্য প্রমাণের উপর। যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতেই সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এই মামলাটি ৫ দিন ধরে তদন্ত করেছিল। নির্য্যাতিতার পরিবার যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছে তা ন্যায্য।'

প্রখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার প্রখ্যাত হিন্দি কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। হিন্দি সাহিত্যে তাঁর অবদানকে স্মরণও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানিয়েছেন, হিন্দি সাহিত্যিক পদ্মভূষণ হরিবংশ রাই বচ্চনকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর রচিত মধুশালা, মধুবালা, মধুকলশ, সতরঙ্গিনী, একান্ত সঙ্গীতের মতো কালজয়ী সৃষ্টি সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করবে সর্বদা।

স্বামীত্ব ও ভূ-আধার, এই দু'টি ব্যবস্থাই গ্রামোন্নয়নের ভিত হয়ে উঠতে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়াই (হি.স.): স্বামীত্ব ও ভূ-আধার, এই দু'টি ব্যবস্থাই গ্রামোন্নয়নের ভিত হয়ে উঠতে চলেছে। এমনটাই অভিমত পোষণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভূ-আধারের মাধ্যমে জমিরও একটি বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৫ কোটি ভূ-আধার নম্বর জারি করা হয়েছে। গত ৭-৮ বছরে প্রায় ৯৮ শতাংশ জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বলতেন- ভারত গ্রামে বাস করে, ভারতের আত্মা গ্রামে। শ্রদ্ধেয় বাপুর এই চেতনাকে সত্যিকার অর্থে তৃণমূল স্তরে আনার কাজ গত এক দশকে হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বামীত্ব যোজনার আওতায় দেশের ১০টি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বহু মানুষের হাতে তাঁদের ভূ-সম্পত্তির মালিকানার দলিল স্বরূপ ৬৫ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এখন সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সমস্যারও সমাধান হবে এবং তাঁরা আর্থিকভাবেও ক্ষমতায়িত হবে। এতে দুর্য্যোগের ক্ষেত্রে যথাযথ দাবি পাওয়াও সহজ হবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এখন আমাদের সরকার আন্তরিকভাবে গ্রাম স্বরাজকে তৃণমূল স্তরে আনার চেষ্টা করছে। স্বামীত্ব যোজনার মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এখন অনেক ভালো হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে, জলবায়ু পরিবর্তন, জলের ঘাটতি, স্বাস্থ্য সংকট, মহামারীর মতো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে বিশ্বের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং তা হল সম্পত্তির অধিকারের চ্যালেঞ্জ।'

সোমবার মালদা সফর মুখ্যমন্ত্রীর, পরীক্ষামূলকভাবে নামলো হেলিকপ্টার

মালদা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী সোমবার বিকেলে মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শনিবার পরীক্ষামূলকভাবে হেলিকপ্টার নামানো হল। স্থানীয় একটি স্কুলের পাশের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। সেখানেই এদিন একটি হেলিকপ্টার নামিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার, ২০ জানুয়ারি থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদা ও আলিপুরদুয়ার যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে মমতার। সোমবার দুপুরেই পা রাখছেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের লালবাগে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশনের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা হওয়ার কথা। ওই সভা থেকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন তিনি। এরপর সোমবার বিকেলেই মালদা চলে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার সদ্য খুন হওয়া দুলাল সরকারের (বাবলা) বাড়ি যেতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে গিয়ে নিহত নেতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। মঙ্গলবার মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

দেশের সত্যিকারের পরিস্থিতি জানার জন্য জাতিগত জনগণনা অতি আবশ্যিক : রাহুল গান্ধী

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): আরও একবার জাতিগত জনগণনার পক্ষে সওয়াল করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর মতে, দেশের সত্যিকারের পরিস্থিতি জানার জন্য জাতিগত জনগণনা অতি আবশ্যিক। শনিবার পাটনায় অনুষ্ঠিত সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য জাতিগত জনগণনা করা উচিত। এটি বিহারে পরিচালিত ভুয়ো জাতিগত জনগণনার মতো হবে না। জাতিগত জনগণনার ভিত্তিতে একটি নীতি তৈরি করা উচিত। কংগ্রেস লোকসভা এবং রাজ্যসভায় জাতিগত জনগণনা পাস করবে। আমরা ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধা ভেঙে ফেলব।'

শীত থেকে একটু রেহাই, পারদ চড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): শীত থেকে একটু রেহাই পেল জম্মু ও কাশ্মীর। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ চড়েছে। কাশ্মীরের অনেক স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়েছে, পহেলগামে ৭ ডিগ্রি বেড়েছে তাপমাত্রা, সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে উপত্যকায় হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

শুক্রবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গুলমার্গেও বেড়েছে তাপমাত্রা। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে ২২-২৩ জানুয়ারির মধ্যে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিকশিত ভারত নির্মাণে নারী শক্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিকশিত ভারত নির্মাণে নারী শক্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই জন্য গত এক দশকে আমরা মা ও মেয়েদের ক্ষমতায়নকে প্রতিটি বড় প্রকল্পের কেন্দ্রে রেখেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বামীত্ব যোজনার আওতায় দেশের ১০টি রাজ্য এবং দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বহু মানুষের হাতে তাঁদের ভূ-সম্পত্তির মালিকানার দলিল স্বরূপ ৬৫ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, '২০২৫ সালও শুরু হয়েছে গ্রাম ও কৃষকদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে। ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পাশাপাশি ডিএপি সারের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে কৃষকরা লাভবান হয়।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে দেশের ১০০টিরও কম পঞ্চায়েত ব্রডব্যান্ড ফাইবার সংযোগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। গত ১০ বছরে আমরা ২ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতকে ব্রডব্যান্ড ফাইবার সংযোগ দিয়ে সংযুক্ত করেছি। ২০১৪ সালের আগে দেশের গ্রামে এক লক্ষেরও কম সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র ছিল। গত ১০ বছরে, আমাদের সরকার ৫ লক্ষেরও বেশি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করেছে।'

শনিবার ভেটনারি উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

আগামী ২০জানুয়ারি থেকে শুরু পূর্বোত্তর আদি বাজার মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: পূর্বাশা আরবান হাট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পূর্বোত্তর আদি বাজার মেলা। ২০ জানুয়ারি থেকে চলবে সপ্তাহব্যাপী। এই প্রথমবারের মতো ট্রাইফেড এবং মার্কফেড এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পূর্বোত্তর আদি বাজার মেলা।

আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মেলা জেল রোডস্থিত পূর্বাশা আরবান হাট কমপ্লেক্সে। চলবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২০ জানুয়ারি এই মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। শনিবার বাধারঘাট স্থিত মার্কফেড এর অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একথা জানানো হয়েছে।

স্কুল ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। এর উদ্দেশ্য একটাই যে হাতে কলমে ছাত্র ছাত্রীদের আইন বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ধারনা দেওয়া। কিছুক্ষনের জন্য একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রীকে ওসি এবং থানার সেকেন্ড অফিসার এর চেয়ারেও বসানো হয়। আইন শৃঙ্খলা কিভাবে পরিচালনা করতে হয় সেই বিষয়েও তাদের বিস্তৃত জানানো হয়।

তেমনি, পুলিশ সপ্তাহ দিবস উপলক্ষ্যে কমলপুর থানাতেও ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ডেমো কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। কমলপুর থানার ওসি সঞ্জয় লস্কর এবং কমলপুর পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মার উদ্যোগে কমলপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নারী নির্যাতন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ট্রাফিক আইন বিষয় নিয়ে ডেমো কর্মসূচি পালন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে থানার ডেমো ওসি, দারোগা, পুলিশ বানিয়ে নারী নির্যাতনের শিকার আসামীদের গ্রেফতার করা, দাঙ্গা হাঙ্গামার দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করা, ট্রাফিক আইন ভঙ্গের দায়ে কিভাবে সরকারি মাশুল আদায় করা, বিভিন্ন মামলার আসামীদের গ্রেফতার করা ইত্যাদি প্রদর্শন করা। এর উদ্দেশ্যে হলো যেসব ছাত্র ছাত্রীরা ডেমো পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মী হয়ে ডেমো কর্মসূচি দেখিয়েছেন তারা যেন এবিষয় গুলি নিয়ে বিদ্যালয়ের এবং যে যে পাড়ায় বা গ্রামে থাকে প্রচার করা।

পুলিশ সপ্তাহ দিবস এবং প্রয়াস কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শনিবার সারা রাজ্যের থানা গুলির সাথে কমলপুর থানাতেও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ডেমো কর্মসূচি পালন করা হয়।

শনিবার পুলিশ সপ্তাহ দিবস এবং প্রয়াস কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে কমলপুর থানার ওসি সঞ্জয় লস্কর এবং কমলপুর পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মার উদ্যোগে কমলপুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নারী নির্যাতন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ট্রাফিক আইন বিষয় নিয়ে ডেমো কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে থানার ডেমো ওসি, দারোগা, পুলিশ বানিয়ে নারী নির্যাতনের শিকার আসামীদের গ্রেফতার করা, দাঙ্গা হাঙ্গামার দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করা, ট্রাফিক আইন ভঙ্গের দায়ে কিভাবে সরকারি মাশুল আদায় করা, বিভিন্ন মামলার আসামীদের গ্রেফতার করা ইত্যাদি প্রদর্শন করা। এর উদ্দেশ্যে হলো যেসব ছাত্র ছাত্রীরা ডেমো পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মী হয়ে ডেমো কর্মসূচি দেখিয়েছেন তারা যেন এবিষয় গুলি নিয়ে বিদ্যালয়ের এবং যে যে পাড়ায় বা গ্রামে থাকে প্রচার করা। এবিষয়ে কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা জানান। ডেমো ওসি ও ডেমো ওমেন এস আই দায়িত্ব পালন করে কি জানলো কি শিখলো এবিষয়ে বলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাঁকুড়ার ইন্দাসে মাটির বাড়ি ধসে মৃত ২

বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়ার ইন্দাসে মাটির বাড়ি ধসে এক পরিবারের দুই সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, উজ্জ্বলা হাজরা আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ পাওয়ার পর তিনি পুরনো মাটির বাড়ি ভেঙে নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। এই নির্মাণের জন্য তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা সাময়িকভাবে মাটির একটি জীর্ণ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বুধবার রাতে, যখন উজ্জ্বলা হাজরা তাঁর নাতির সঙ্গে মাটির ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ ঘরের মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে। এতে চাপা পড়ে তাঁদের মৃত্যু ঘটে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিডিও , পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। বিডিও জানান, ভোরে তিনি খবর পান যে, মাটির বাড়ি ধসে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি এলাকায় গিয়ে জানতে পারেন যে, তাঁরা আবাস যোজনার টাকা পেয়ে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন এবং এই কারণে মাটির বাড়িতে থাকছিলেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আহত ৫, মৃত্যু এক শিশুর

বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বেপরোয়া গতিতে আসা একটি পর্যটক বোঝাই বাসের ধাক্কায় আহত ৫ জন। প্রাণ গেল দু'মাসের একটি শিশুর। জানা গেছে, পর্যটক বোঝাই বাসটি জয়পুর থেকে কোতুলপুরের দিকে যাচ্ছিল। জয়পুর থানার দাসদিঘির কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি ট্রাককে, তারপর একটি বোলেরো গাড়ি এবং শেষ পর্যন্ত একটি টোটোকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় বোলেরো গাড়িটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং টোটোটি উল্টে যায়। টোটোতে থাকা যাত্রীরা ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে ভর্তি করেন।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দু'মাসের ওই শিশুটি গুরুতর আহত হয়েছিল। তারপরে সে মারা যায়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটি পালিয়ে গেলেও পরে পুলিশ বাসটিকে আটক করে এবং চালককেও গ্রেফতার করে।

রাজারহাটে জমি জালিয়াতি চক্র ফাঁস, গ্রেফতার চারজন

রাজারহাট, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): জমির মালিক সেজে নথি জাল করে জমি বিক্রি করার অভিযোগে রাজারহাট থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হলেন অনুপ সাউ, শাজাহান আলী, কৌশিক মুখার্জি (রাজারহাট এলাকার বাসিন্দা) এবং বাবুল হোসেন (ভাঙড় পোলেরহাটের বাসিন্দা)। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারাসাত আদালতে তোলা হবে। পুলিশের অনুমান, এই জালিয়াতি চক্রে আরও অনেকে জড়িত রয়েছে। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে। জমি জালিয়াতির এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।রাজারহাট জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষ থানায় অভিযোগ জানান যে, তাঁর পৈতৃক ২১ কাঠা জমি, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা, জাল নথি তৈরি করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। জমির মিউটেশন করাতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, জমির মালিকানা অন্য কারওর নামে রয়েছে। তদন্তে জানা যায়, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং দলিল জালিয়াতি করে জমিটি ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। পুলিশ বুধবার সন্ধ্যায় প্রথমে একজনকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পরে বাকি তিনজনকেও গ্রেফতার করা হয়।

যক্ষা রোগীদের সুষম খাদ্য প্রদান চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের

বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : যক্ষা আক্রান্ত রোগীদের জন্য পথ্য ও সুষম খাবারের ব্যবস্থা করলেন বাঁকুড়া-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরিজিৎ কুণ্ডু এবং অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। বৃহস্পতিবার আঁচুড়ি হাসপাতালে ৬০ জন যক্ষা আক্রান্ত রোগীর হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন তাঁরা।ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের এই উদ্যোগে খুশি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া টিবি আক্রান্ত রোগী এবং তাঁদের পরিবারা। তাঁরা চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সারা বছর ধরে ডাক্তাররা আমাদের চিকিৎসা করেন, ওষুধ দেন, এবার তাঁরা খাবারও দিলেন।ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরিজিৎ কুণ্ডু বলেন, "টিবি নির্মূলের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি চলছে। আমরা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সবাই মিলে টিবি আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।"

গারদে নাগর

● প্রথম পাতার পর

বিবরণে মৃতার মেয়ে জানিয়েছেন, আজ সকালে খবর আসে তার মা কল্পনা দেবনাথ মৃতদেহ শহর সংলগ্ন মহেশখলা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে মৃতার পরিবারের সদস্যরা এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। সে গিয়ে দেখতে পান ঘরের মেঝেতে তার মার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, কল্পনা দেবনাথকে খুন করা হয়েছে। এদিকে, পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলা এবং অভিযুক্ত শংকর সূত্রধর একসাথে ভাড়া থাকতেন। আরও জানিয়েছেন, শংকর সূত্রধর তার স্ত্রী এবং সন্তানকে ছেড়ে ওই মহিলার সাথে থাকতেন। শংকর সূত্রধর পেশায় কাঠমিস্ত্রী। তার বাড়ি যোগেন্দ্রনগর কুমার পাড়ায়। এদিকে অভিযুক্তরে স্ত্রী জানিয়েছেন, দীর্ঘ ১০ বছর আগে ওই মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন তার স্বামী। ওই মহিলার কারণে স্ত্রী এবং সন্তানকে ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তারা। আজ সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

সন্তান

● প্রথম পাতার পর

জহর লাল বৈদ্য-এর প্রচেষ্টায় গত দুই বৎসর আগে এই ধরনের ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (আইইউআই) পদ্ধতিতে কৃত্রিম বন্ধ্যাত্বের গর্ভধারণে চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। রাজ্যেই বিশেষজ্ঞ স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ চিকিৎসকদের দ্বারা উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে সন্তানের মুখ দেখতে পেয়ে মহিলার পরিবার পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

উৎপাদন এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। বিশিষ্ট কৃষকরা বলেছেন ফুলকপির এই মন্দা মূলত অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সহজ শর্তে ঋণ ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়েছেন। তারা আশা করছেন, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে।

আটক রোহিঙ্গা

● প্রথম পাতার পর

জন রোহিঙ্গা কৈলাশহর এসেছে বলে থানায় খবর আসে। খবরের ভিত্তিতে পুলিশের অভিযানে ১০ জনকে আটক কুরা হয়। এর মধ্যে ৪ জন শিশু রয়েছে।

পুলিশ জানায়, আটক করা রোহিঙ্গাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে তারা হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছে এবং কৈলাশহর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। এছাড়া তাদের কাছে বৈধ নথি পাওয়া যায় নি। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হাতে নিয়েছে পুলিশ।

ব্যাডমিন্টন কোচ অরুণ বিষ্ণু নাগপুরে একাডেমি শুরু করছেন

নাগপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কোচ অরুণ বিষ্ণু, যিনি ভারতে মহিলাদের ডাবলস ব্যাডমিন্টনের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি জাতীয় সেটআপ ছেড়ে দিয়ে মার্চ মাসে নাগপুরে একটি একাডেমি শুরু করবেন। শনিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

অরুণ একজন প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক, অপর্ণা বালানের সাথে ২০১৬ সালের মিশ্র দ্বৈত জাতীয় শিরোপা জেতার পর প্রধান জাতীয় কোচ পুলেলা গোপীচাঁদের সাথে কাজ করেছেন।

অরুণ ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফদের একজন ছিলেন। যিনি সেবার দলকে রৌপ্য পদক জিততে সাহায্য করেছিলেন এবং ২০১৮ এবং ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে দশের প্রচারাভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গত বছর ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ঐতিহাসিক প্রথম পদক জয়েও তিনি জড়িত ছিলেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা: বুমরাহ ও শামি থাকলেন ভারতীয় দলে

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): পিঠের চোটে ভুগতে থাকা জাসপ্রিত বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকবেন কিনা এ নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তর মিলল। বুমরাহ থাকছেন ভারতীয় দলে। সেই সঙ্গে শামিকে নিয়েও প্রশ্ন ছিল, তিনি ভারতীয় দলে ফিরছেন কিনা। দীর্ঘদিন পর শামিও ভারতীয় দলে ফিরলেন। গোড়ালির চোটের কারণে প্রায় ১৪ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন শামি। দলে আছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। ওয়ানডেতে বুমরাহ, শামি ও পান্ডিয়া সবশেষ খেলেছিলেন বিশ্বকাপের ফাইনালে। অধিনায়ক থাকছেন রোহিতই। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভমান গিলকে। তরুণ নীতীশ কুমার রেড্ডি সম্ভাবনা জাগিয়েও ১৫ জনের দলে ঢুকতে পারেননি।

ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), জাসপ্রিত বুমরাহ, রিশাভ পন্থ, শুভমান গিল, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদ্বীপ যাদব, আশদীপ সিং, মোহাম্মদ শামি ও রবীন্দ্র জাদেজা।

দোষী সাব্যস্ত শুনে কেঁদে ফেললেন সঞ্জয়ের দিদি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে শিয়ালদা আদালত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন দিদি। পরে নিজেকে সামলে চোখের জল মুছে বললেন, 'দোষ করলে তো শাস্তি পেতেই হবে।'

সঞ্জয়ের দিদি কলকাতা পুলিশেই কর্মরত। আর জি কর-কাণ্ডে সঞ্জয় গ্রেফতার হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন, 'ওকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা লাগে। ওর এত কুকীর্তি যে বাধ্য হয়েই আমরা ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিনি। মাকেও নিয়ে চলে এসেছি। বোনেরা মিলেমিশে মায়ের দেখাশোনা করি।'

সঞ্জয়ের দিদি সেসময় এও বলেছিলেন, 'আর জি করে ও (সঞ্জয়) যে নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে ওর কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। তবে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা ওকে নিয়ে যা খুশি করুন, দয়া করে ওর দেহ আমাদের দেবেন না। আমরা নেব না। কারণ, এমন মানুষের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা যায় না।'

ওই প্রসঙ্গে এদিনও নিজের পুরনো বক্তব্যে অনড় থেকে তিনি বলেন, 'দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মানে সাজা তো হবেই। তবে এবিষয়ে আমি ওর হয়ে কোনও আইনি লড়াই লড়ব না। ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। তবে মা কী করবে বলতে পারব না।'

'অন্য কেউ থাকলে, নাম বলছে না কেন?' সঞ্জয়ের দাবি নস্যাৎ করে প্রশ্ন নির্ভয়ার বাবার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নির্ভয়া কাণ্ডের প্রায় এক যুগ পেরিয়েছে। তেমনই নৃশংস ঘটনা ঘটেছে কলকাতায় আর জি কর-কান্ডে, অভয়ার সঙ্গে। শনিবার শিয়ালদা আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পরও সে দাবি করে গিয়েছে, সে কিছুই করেনি, এতে অন্যরাও জড়িত। তাদের কেন ধরা হল না? নির্ভয়ার বাবা বলেন, "ও নির্দোষ হলে, কোনও দোষ না করলে, যারা দোষ করেছে তাদের নাম কেন বলছে না?"

আর জি কর-এর ঘটনার ১৬২ দিনের মাথায় সেই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। দিল্লিতে টেলিভিশনে এই সমস্ত খবরই দেখেছেন নির্ভয়ার বাবা। মনে পড়ে গিয়েছে মেয়ের দুঃসহ স্মৃতির কথা। আর জি কর মামলার রায়দানের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি প্রশ্ন তুললেন।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে চলন্ত বাসে নির্ভয়া ধর্ষণ এবং হত্যা মামলা তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল দেশে। গ্রেফতার হয় এক নাবালক-সহ ৬ জন। এর মধ্যে বিচার চলাকালীন জেলে একজনের মৃত্যু হয়। নাবালককে পাঠানো হয় জুভেনাইল হোমে। বাকি চারজনের ফাঁসি হয়। তাতে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন আপামর দেশবাসী।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট কলকাতায় ঘটে প্রায় তেমনই ঘটনা। কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের অন্দরে ধর্ষণের পর খুন হয়ে যান তরুণী চিকিৎসক। তার ৫ মাস ১২ দিনের মাথায় দোষী সাব্যস্ত করা হল সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। সোমবার সাজা ঘোষণা। কিন্তু তারপরও সঞ্জয় টানা দাবি করে গিয়েছে, সে কিছু করেনি। সবাই মিলে দোষ করেছে।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বৈঠক চলাকালীন জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রসূতি ও সদ্যোজাতর মৃত্যু ঘিরে বিতর্কের মুখে পড়া মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নতুন করে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হল শনিবার।

এদিন দুপুরে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন জোর করে সেখানে বিক্ষোভকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। ঘেরাও করে মেডিক্যাল কলেজের সুপার, অধ্যক্ষদের। যদিও মহিলা কমিশনের সদস্যদের ঘেরাওয়ের বাইরে রাখা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তাঁরা।

এ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর সুপার ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামলানো যায়নি।

গত বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসবের পর মামনি রুইদাস নামে যুবতীর মৃত্যুতে কাঠগড়ায় তোলা হয় চিকিৎসকদের একাংশকে। ওইদিন অস্ত্রোপচারে তাঁদের গাফিলতির অভিযোগে মোট ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়। এই তালিকায় ছিলেন জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তার, সুপার, আরএমও।এর প্রতিবাদে শনিবার থেকে আংশিক কর্মবিরতিতে নামেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ।

তবে এমার্জেন্সি ও আউটডোর পরিষেবা চালু রেখেছেন তাঁরা। নতুন এমএসভিপি হয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের দায়িত্ব নেন সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন।

পরকীয়ায় লিপ্ত মহিলা খুন, গ্রেফতার প্রেমিক

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিবাহিত মহিলাকে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ। ঘটনা এ ডি নগর থানার অন্তর্গত মহেশখলা এলাকায়। মৃতার নাম কল্পনা দেবনাথ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গিয়েছে, যোগেন্দ্রনগরের বড়টিলা এলাকার কল্পনা দেবনাথ সন্তানদের ফেলে একই এলাকার শংকর সূত্রধরের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ওই মহিলা শংকর সূত্রধরের সাথে মহেশখলা এলাকায় বেশ কয়েক মাস ধরে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন। শনিবার ভোরে কল্পনা দেবনাথের মেয়ের কাছে খবর যায় যে তার মা মারা গেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই মহিলার মেয়ে দেখতে পায় কল্পনা দেবনাথের মৃতদেহ নিচে পড়ে আছে এবং তার পাশে বিছানায় বসে আছে শংকর সূত্রধর। মেয়ের অভিযোগ তার মাকে শংকর সূত্রধর পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। মেয়ের চিৎকারে ছুটে আসে এলাকাবাসী। এদিকে শংকর সূত্রধর বিবাহিত খবর পেয়ে শংকর সূত্রধরের স্ত্রীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে এলাকাবাসীরা অভিযুক্ত শংকর সূত্রধরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বেঁধে রাখে এবং খবর দেয় এ ডি নগর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত শংকর সূত্রধরকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আসে ফরেন্সিক টিম। পরে কল্পনা দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে এ ডি নগর থানার পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৮ বছরের ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ আত্মসমর্পণ মায়ের

নরেন্দ্রপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ছেলেকে খুনের অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে। ৮ বছরের ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করলেন মা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার তাঁকে পেশ করা হবে বারুইপুর মহকুমা আদালতে। খুনের কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি। জানা গেছে, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহের মৌলিহাটির বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মন্ডল ও তাঁর স্ত্রী তনুজার দুটি পুত্র সন্তান হয়। বড়ছেলের নাম দেবজিত মন্ডল (৮)। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত সে। শনিবার সকালে প্রসেনজিৎ ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যান। মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। ঠাকুমা সকালে ১০টা নাগাদ আসেন। এসে নাতির খোঁজ শুরু করেন। সেইসময় বাড়িতে ছিলেন না তনুজা। খোঁজ শুরু হলে খাটের মধ্যে কম্বল চাপা অবস্থায় উদ্ধার হয় দেবজিতের দেহ। জানা যায়, প্রসেনজিৎ বেরোনোর পর ছেলেকে 'খুন' করেন তনুজা। তারপরই থানায় যান আত্মসমর্পণ করতে।

নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে এলে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এলাকার মহিলারা তাঁর উপর চড়াও হয়। লাঠিচার্জ করে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সঠিক কী কারণে খুন, খতিয়ে দেখছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, মাত্র ৬-৭ মাস বয়সে ছোট ছেলেরও মৃত্যু হয়েছিল। তখনও মায়ের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছিল।

বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য এলাকা পরিদর্শন

বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য এলাকা পরিদর্শন করলেন এক প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের রিজিওনাল অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে এই দলটি বিষ্ণুপুর শহরের লাইট হাউস এলাকায় জায়গা ও বাড়ি পরিদর্শন করেন। বিষ্ণুপুর শহর সংলগ্ন লাইট হাউস এলাকায় পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে থাকা একটি জায়গা ও বাড়ি পরিদর্শন করেন তাঁরা। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছর এপ্রিলের মধ্যেই পথ চলা শুরু করবে বিদ্যালয়, এমনটাই আশা করছেন স্থানীয়রা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার ঘোষণা করেছিলেন বাঁকুড়া শহর লাগোয়া একটি জায়গায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি করা হবে। কিন্তু সুভাষ সরকার হেরে যাওয়ায় সেই প্রকল্প চলে যায় বিশ বাঁও জলে। বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দিবাকর গুঁইয়ের দাবি, প্রস্তাবিত জায়গাটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত। দ্রুত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেছেন, সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছর এপ্রিল মাসেই পথচলা শুরু করবে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়।

অভিযোগের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ট্রাক্টর উদ্ধার বাঁকুড়া পুলিশের, গ্রেফতার এক

বাঁকুড়া, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ট্রাক্টর চুরি যাওয়ার পর অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা উদ্ধার করলো বাঁকুড়া পুলিশ। সেই সঙ্গে চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। শনিবার তাঁকে বাঁকুড়া আদালতে তোলা হয়।

শালতোড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডেমরামোল গ্রামের বাসিন্দা মাধব চন্দ্র মাঝি শুক্রবার অভিযোগ করেন যে, গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে রাখা ট্রলি সহ একটি ট্রাক্টর চুরি গেছে। এই অভিযোগের পর তদন্তে নেমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে আটক করে ট্রাক্টর উদ্ধার করতে সমর্থ হয় পুলিশ।

মাধববাবুর বক্তব্য, প্রতিদিনের মত বৃহস্পতিবার রাতেও বাড়ির সামনে ট্রলি সহ ট্রাক্টরটি রাখেন। সেখান থেকে সেটি চুরি হয়ে যায়। পুলিশের তৎপরতায় ট্রাক্টর ফেরৎ পেয়ে খুশি মাধববাবু।

গ্রেফতার এক

● প্রথম পাতার পর

সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন দিয়ে এক ব্যক্তি গাঁজা পাচার করতে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে যোগেন্দ্র নগর রেল স্টেশনের পার্শবর্তী এলাকায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। ওই সময় যোগেন্দ্রনগর এলাকা থেকে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ৫ কেজি ১০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকা হবে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত বিহারের বাসিন্দা বিক্রম কুমার। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে বলে জানান ওসি রানা চ্যাটার্জী।

আহত মহিলা

● প্রথম পাতার পর

মহিলা এবং একটি শিশু সহ দুই চোরাকারবারী গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন।বিএসএফ আরও জানিয়েছে, বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে এসকফ সিরাপ এবং প্রচুর পরিমাণে চালের বস্তা বাজেয়াপ্ত করেছেন। বিএসএফ আন্তর্জাতিক সীমান্তের পবিত্রতা বজায় রাখতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সর্বনিম্ন শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে।

খেলা

টিএফএ-র খেলো ইন্ডিয়া অনূর্ধ ১৫ ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলাও জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলাও এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের অনূর্ধ ১৫ বয়স বিভাগের দ্বিতীয় লীগ তথা ফিরতি লীগের দ্বিতীয় দিনেও তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক বিভাগের টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ২-০ গোলের ব্যবধানে অক্সিলিয়াম গার্লস স্কুল কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে জেসিকা জানা একাই গোল দুটি করে যথাক্রমে খেলার ৩৫ ও ৪০ মিনিটের মাথায়। অপর খেলায় ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব ৪-০ গোলের ব্যবধানে ডন বসকো স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সুস্মিতা মুন্ডা একাই দুটি গোল করে খেলার ৩২ ও ৩৫ মিনিটের মাথায়। এছাড়া, সাবামনী উড়াং ও মামনি উড়াং খেলার ১০ ও ৪০ মিনিটের মাথায় একটি করে গোল করে। দিনের তৃতীয় তথা অন্তিম খেলায় অম্পিনগর ফুটবল ক্লাব ছয়-শূন্য গোলের বিশাল ব্যবধানে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে মিতা জমাতিয়া গোলের সূচনা করে খেলার ২ মিনিটের মাথায়। অতঃপর ১১, ১৯ ও ২৩ মিনিটের মাথায় যথাক্রমে খানি জমাতিয়া, সুপ্রিয়া জমাতিয়া ও কৃত্তিকা দেবনাথ একটি করে গোল করলে খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে সোহানা জমাতিয়া ও জয়া দেববর্মা যথাক্রমে ৩৭ ও ৪৯ মিনিটের মাথায় আরও দুটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৬-০ হয়। উল্লেখ্য, একই উদ্যোগে অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া ফুটবল আসরে অনূর্ধ ১৩ এবং অনূর্ধ ১৭ আরও দুটি বয়স ভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগিতা চলছে। অনূর্ধ ১৩ বয়স বিভাগের খেলা চলছে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এবং অনূর্ধ ১৭ বিভাগের খেলা চলছে ধর্মনগরের তিলথৈ এ রূপচরণ স্কুল মাঠে।

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট ১০ রানে জয়ী আই সি নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দূরন্ত লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১০ রানে জয় পেলো আই সি নগর প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো আর্য্য কলোনী কোচিং সেন্টারকে। শনিবার বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে আই সি নগর ১৪৬ রান করে। দলের পক্ষে কৌশিক মজুমদার ৫১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, সুপ্রদীপ বৈদ্য ৭৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, অরিন্দম মজুমদার ১৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে প্রায় ৩৩ রান। আর্য্য কলোনী কোচিং সেন্টারের পক্ষে সোহেল দে ৩২ রানে পাঁচটি এবং প্রশান্ত বিশ্বাস ৩৫ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে আর্য্য কলোনী কোচিং সেন্টার ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রিয়জিত দেবনাথ ৭৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, প্রশান্ত বিশ্বাস ১৮ বলকে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ ,দ্বীপ মজুমদার ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং সোহেল দে ৩৯ বল খেলে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। আই সি নগরের পক্ষে শুভজিৎ দেবনাথ ২৭ রানে ৪ টি উইকেট দখল করে।

শুধু বিরাট-রোহিত দোষী কেন? অজিদের কাছে হারের পর প্রশ্ন তুললেন যুবরাজ

দশবছর পর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া। অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ১-৩তে টেস্ট সিরিজে হেরে দেশে ফেরা। যার ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের স্বপ্নও শেষ হয়ে গিয়েছে ভারতীয় দলের। তবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের থেকেও দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া বড় ব্যর্থতা, এমনটাই বক্তব্য ভারতের অন্যতম সেরা প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের।

এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেন, "আমার মতে, দেশের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে। হারটা দলকে বেশি কষ্ট দেবে। আমরা ঘরের মাঠে ০-৩ টেস্ট হেরেছি। সেটা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ হার তবু মানতে পারি। গত দু'বার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আমরা জিতেছি। এবার জিততে পারেনি। সেটা তবু ঠিক আছে। কিন্তু ঘরের মাঠে দল যেভাবে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে, সেটা মানা সম্ভব নয়।"

সিরিজ হারের পর পুরো দেশজুড়ে যেভাবে বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মার সমালোচনা চলছে, সেটা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না যুবরাজ। বলেছেন, "অতীতে ওদের সাফল্য হয়তো লোকে ভুলে যাচ্ছে। দেশের হয়ে দুর্ধর্ষ পারফর্ম করেছে ক্রিকেটার। ওরা রান করতে পারেনি। সিরিজ হেরেছে দল, সবকিছুই মেনে নিচ্ছি। একটা কথা জানবেন ওই পারফরম্যান্স আমাদের যতটা কষ্ট দিচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট ওদের দিচ্ছে। টিমের কোচ গৌতম গভীর। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। রোহিত রয়েছে। বুমরাহ রয়েছে। বিরাট আছে। ওদের ক্রিকেট মস্তিষ্ক দুর্দান্ত। তাই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত ওদেরই ঠিক করতে হবে। রোহিত খুব ভালো অধিনায়ক। ওর ফর্ম খারাপ যাচ্ছিল। সিডনি টেস্ট থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেয় রোহিত। মনে হয় না অন্য কোনও অধিনায়ক এরকম করেছে। সেটাই প্রমাণ করে রোহিত কতটা বড় টিম মন্ত্র। ও দুর্দান্ত অধিনায়কই থাকবে। ক্যাপ্টেন হিসেবে টিমকে বিশ্বকাপ ফাইনালে নিয়ে গিয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ক্রিকেটাররা যখন পারফর্ম করে না, তখন ওদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা খুব সহজ। ওদের সাপোর্ট করার কাজটা কঠিন। মিডিয়া খারাপ কথা লিখবে। আমি ওদের পাশেই থাকব। কারণ ওরা আমার পরিবার।"

বার বার ক্ষমতার অপব্যবহার? অভিযুক্ত গম্ভীর, ক্ষুব্ধ বোর্ড, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর হিসাব নেবেন কর্তারা

অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে রোহিত শর্মা, সরফরাজ খানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচ নিজেও রয়েছেন অভিযুক্তের তালিকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা।

অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফিরে ভারতীয় বোর্ডের রিভিউ বৈঠকে একাধিক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গম্ভীর। কারও পারফরম্যান্স, কারও আচরণ বা মানসিকতা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের কোচ। ব্যর্থতায় দায় ক্রিকেটারদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেও স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না গম্ভীর। তাঁর আচরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিনিও রয়েছেন বিসিসিআইয়ের আতশকাচের তলায়।

ক্রিকেটারদের নানা নিয়মে বাঁধার চেষ্টা করছেন বোর্ড কর্তারা। ছাড় পাননি গম্ভীরও।

তাঁকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স হতাশজনক। দলকে সাফল্যের রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ কোচ একাধিক বার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত সহকারীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের জন্য বরাদ্দ গাড়িতে সেই সহকারীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন গম্ভীর। এ ছাড়াও অ্যাডিলেড টেস্টে বোর্ডের পদাধিকারীদের জন্য নির্দিষ্ট বক্সেও সেই সহকারীর বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সব জায়গায় ক্রিকেটার এবং দলের কোচেরা ছাড়া কারও থাকার কথা নয়, তেমন কিছু জায়গাতেও সেই সহকারীকে দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।

যা প্রধান কোচের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সহকারীর জন্য গোটা সফরে গম্ভীর এমন নানা অনিয়ম করেছেন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে। বার বার এমন প্রোটোকল ভাঙার বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি বোর্ডের অধিকাংশ কর্তাই। রিভিউ মিটিংয়ে গম্ভীরের কাছে এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ থাকার কথা গম্ভীরের। তবে তার অনেক আগেই তাঁর চাকরি যেতে পারে। ভারতীয় দলের বেহাল পারফরম্যান্স এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে গম্ভীরকে নিয়ে খুশি নন বোর্ডের অধিকাংশ কর্তা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ভাল কিছু করতে না পারলে ছাঁটাই করা হতে পারে তাঁকে। রিভিউ বৈঠকে তেমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বড় কোনও পরিবর্তন চান না বোর্ড কর্তারা। তার পর পর্যালোচনা করা হবে কোচ গম্ভীরের পারফরম্যান্স। গম্ভীরের জমানায় শ্রীলঙ্কার কাছে এক দিনের সিরিজ হেরেছে ভারত। ১০টি টেস্টের মধ্যে ছ'টিতে হার। এর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারত ব্যর্থ হলে, তাঁকে না-ও রাখা হতে পারে। আগামী জুন মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নতুন কাউকে দেখা যেতে পারে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে।

ফেডেরারের নজির ভাঙলেন জোকোভিচ

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বুধবার জিতলেন নোভাক জোকোভিচ এবং কার্লোসি আলকারাজ। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁদের মুখোমুখি সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরও জোরালো হল। জোকোভিচ তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভেঙে দিয়েছেন রজার ফেডেরারের নজির। অন্য দিকে, ৮১ মিনিটে জিতে নিজের নতুন নাম রেখেছেন আলকারাজ। এত দিন পর্যন্ত গ্র্যান্ড স্ল্যাম সবচেয়ে বেশি ৪৩০টি জয়ের নজির ছিল ফেডেরারের। এ দিন পর্তুগালের হাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে সেই নজির ভেঙেছেন জোকোভিচ। পাশাপাশি ১৭ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। ফেডেরারের নজির ভেঙে নিজেকে ভাগ্যবান বলেছেন জোকোভিচ। একই সঙ্গে টেনিসে গ্র্যান্ড স্ল্যামের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেছেন। জোকোভিচের কথায়, "আমি খেলাটাকে খুব ভালবাসি। এই প্রতিযোগিতাটা ভালবাসি। তাই প্রতি বার নিজের সেরাটা দিই। ২০ বছর ধরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলছি। জিতি বা হারি, সব সময়েই নিজের হৃদয় উজাড় করে খেলি।"

সার্বিয়ার খেলোয়াড়ের সংযোজন, "গ্র্যান্ড স্ল্যামই আমাদের খেলার মূল স্তম্ভ। খেলাটার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কিছু নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে গ্র্যান্ড স্ল্যামই। আমার প্রথম দেখা টেনিস খেলা ছিল উইম্বলডন ফাইনাল। ১৩০ বছর ধরে এই খেলাটা রয়েছে। আজ একটা নজির গড়তে পেরে তাই আমি ভাগ্যবান।"

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে চার সেট খেলতে হল জোকোভিচকে। প্রথম রাউন্ডে নিশেষ বাসবরেড্ডিকে হারাতেও চারটি সেট খেলতে হয়েছিল তাঁকে। তবে এ বার তিনি হেরেছেন দ্বিতীয় সেটে। তা সত্ত্বেও তিন ঘণ্টায় ম্যাচ পকেটে পুরেছেন। ফারিয়ায় সার্ভ এবং শক্তিশালী ফোরহ্যান্ডের প্রশংসা করেছেন জোকোভিচ।

এ দিকে, আলকারাজ ৬-০, ৬-১, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন জাপানের ইয়োশিহিতো নিশিয়োকাকে। জিততে সময় নিয়েছেন মাত্র ৮১ মিনিট। তবে জয়ের সময়ের চেয়েও বেশি নজর কেড়েছে তাঁর 'এস' সার্ভিস মারার দক্ষতা। ম্যাচে ১৪টি 'এস' মেরেছেন আলকারাজ।

ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের কচিকাঁচাদের বার্ষিক ক্রীড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের প্লে-গ্রুপ থেকে কেজি পর্য্যন্ত কচিকাঁচা পড়ুয়াদের নিয়ে শনিবার এক মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। "লিটলভবনিটেস স্পোর্টস স্পেক্ট্রা ২০২৫" নামের এই আসরে সবই ছিল ফান গেম। শীতের সকালে পড়ুয়া, অভিভাবক সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা খেলার মাঠে একত্রে দারুণ আনন্দ উপভোগ করেন।

শুরুতে একই সাথে ভবনসের এবং গেমসের পতাকা উত্তোলন করেন চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত আই এফ এস দেবাশীষ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি স্যন্দন পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। দুইজনেই পরে সাদা পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেন। একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে দেন ভবনসের অধ্যক্ষা স্বপ্না সোম। এর আগে ভবনসের প্রাক্তনী রাজ্যের মহিলা সিনিয়র দলের তারকা ক্রিকেটার অন্বেষা দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অতিথিদের বরণ পর্বে অন্বেষাকে ভবনসের পক্ষ থেকে তুলে দেয়া হয় শুভেচ্ছা স্মারক ও উপহার। অন্বেষা মশালে অগ্নিসংযোগ করেন তুলে ধরেন সকলের সামনে। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পম্পি মজুমদার। কচিকাঁচাদের সাথে তাদের মা-বাবারাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সব মিলিয়ে এক ব্যতিক্রম ধর্মী অনুষ্ঠান হয় ভবনসের মাঠে। এতে ছিল প্রাণের ছোঁয়াও। সবশেষে হয় বিভিন্ন গ্রুপে ফান গেম। বিজয়ীদের দেয়া হয় পদক। মানপত্র ছিল সবার জন্যে।

কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি মোহনপুর। সিমনার কাতলামারাস্থিত কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শনিবার এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলায় অংশ নেন স্কুলের শিক্ষার্থীরা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করেন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন হেজামারা সাব জোনাল চেয়ারম্যান পরিতোষ দেববর্মা, কাঠিয়াবাবা মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ সরকার, কাঠিয়াবাবা চেরিটেবল সোসাইটির সম্পাদিকা দেবযানী দেব, চেয়ারম্যান মান্না রায় সহ আরও অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতার শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

অস্ট্রেলিয়ায় হারের ময়নাতদন্তে বিসিসিআই, স্ক্যানারে গম্ভীর-বিরাট-রোহিত

প্রথম ম্যাচ জেতার পরও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ৩-১ ব্যবধানে হার। প্রথমবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সুযোগ পায়নি টিম ইন্ডিয়া। এই জোড়া বিপর্যয়ের দায় কার? দ্রুত পর্যালোচনা বৈঠকে বসতে চলেছে বিসিসিআই। তবে, পর্যালোচনা বৈঠকে বসলেও তাতে দীর্ঘমেয়াদি কোনও পদক্ষেপ করা হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতীয় দলের দুই মহাতারকার পারফরম্যান্স মোটেই পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। বিশেষ করে রোহিতের ব্যাটিং ফর্ম রীতিমতো স্ক্যানারে। দল নির্বাচন থেকে ক্রিকেটারদের মানসিকতা, সব মিলিয়ে দলের কোচিং স্টাফের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশ্ন তুলেছেন।

সোনামুড়ায় সাংবাদিকদের প্রীতি ক্রিকেটে জয়ী নাগেশ্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি কাঠালিয়া। সোনামুড়া খেলার মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিকদের এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ।সোনামুড়া প্রেস ক্লাব এবং আগরতলার নাগেশ্বরী পত্রিকা একাদশের মধ্যে ১২ ওভারের খেলায় জয়ী হয় নাগেশ্বরী একাদশ। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে সোনামুড়া প্রেস ক্লাব দল প্রথমে ব্যাট করে। নাগেশ্বরী দল পরে ব্যাট করে খেলায় জয়ী হয়।ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয়েছেন বিজয়ী দল গণেশ দাস।ম্যান অফ দ্যা বোলার নবীন সিং ও বিজয়ী দলের হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।খেলার শুরুতে ছোট্ট পরিসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা এবং মহকুমা পুলিশ প্রধান শশী মোহন দেববর্মা। প্রশাসনিক আধিকারিকরা এদিন সংক্ষিপ্ত পরিসরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,সংবাদ মাধ্যমের সাথে জড়িত লোকজনেরা দেশের তথা প্রশাসনের স্বার্থে সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছেন। এদেরকে প্রত্যেক দিন তাদের নিজেদের দায়িত্ব কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তারা নিজের পরিবারের প্রতিও সময় দিতে পারেন না।

অথচ এই সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা দেশ তথা রাজ্য তথা মহকুমার মানুষদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন।

এর থেকে খানিকটা সময় বাঁচিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা একটু বিনোদনের জন্য সোনামুড়ার খেলার মাঠে নেমে প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।মহকুমা প্রশাসন এবং মহকুমা পুলিশ প্রশাসন সাংবাদিকদের আনন্দদায়ক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদেরকে বেশ আনন্দময় বলে মনে করেছেন।সোনামুড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জয়ন্ত কুমার দেও একই অভিমত ব্যক্ত করেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল, চ্যাম্পিয়ন দল নাগেশ্বরী পত্রিকা একাদশকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেয় সোনামুড়া প্রেসক্লাব তথা রানার্স দলের সকল সদস্যরা।খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, সোনামুড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, সম্পাদক অভিজিৎ বর্মন সহ নাগেশ্বরী পরিবারের পক্ষ থেকে কামরাজ সরকার ১১ নম্বর টি এস আর ব্যাটেলিয়ানের নয়ন দাস সহ আরো অনেকেই।

অধিনায়ক কোহলির আমলের 'শাসন' ফিরছে ভারতীয় দলে, রোহিতদের নিয়ে কড়া হচ্ছে বোর্ড

বিরাট কোহলি অধিনায়ক থাকার সময় ভারতীয় দলে একাধিক নতুন জিনিস চালু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে গিয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হারের পর তা আবার ফিরতে চলেছে। কোচ গৌতম গম্ভীরেরও তাতে সায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কোহলি অধিনায়ক থাকার বেশির ভাগ সময়টাই রবি শাস্ত্রী ভারতের কোচ ছিলেন। সেই সময়ে ফিটনেসের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। ইয়ো-ইয়ো পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই জাতীয় দলে সুযোগ মিলত। এখন আর ভারতীয় দলে সেই পরীক্ষা হয় না। ফলে অনেক ক্রিকেটারই কম ফিটনেস থাকা সত্ত্বেও জাতীয় দলে ঢুকে পড়েন। তা আর হবে না।

অস্ট্রেলিয়া সফর এবং সাম্প্রতিক সিরিজগুলিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ক্যাচ বা ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক ক্রিকেটারের শ্লথতা রয়েছে। সেই জিনিস যাতে না হয় তার জন্য কড়া নিয়ম চাইছেন গম্ভীর। তাই কোহলির আমলের ফিটনেস পরীক্ষাগুলি ফিরতে পারে। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "যে হেতু বেশির ভাগ ক্রিকেটার প্রচুর ম্যাচ খেলে, তাই বোর্ড একটু নরম মনোভাব নিয়েছে। এখন চোট আটকানোর দিকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। তাই ক্রিকেটারেরাও ফিটনেসের ব্যাপারটা হালকা ভাবে নিচ্ছে। তবে এ বার বেশ কিছু কড়া নিয়ম চালু হতে পারে। ফিটনেসের ব্যাপারে ঢিলেমি যাতে না দেখা যায় তা নিশ্চিত করতেই এই কাজ করা হবে।" শুধু তা-ই নয়, টিম বাসে যাওয়া, স্ত্রী-বান্ধবীদের ১৪ দিনের বেশি থাকতে না দেওয়া, ১৫০ কিলোর বেশি মালপত্রের ক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের বাড়তি খরচ দিতে বলা ভারতীয় ক্রিকেটে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন বিষয় আগামী দিনে চালু করা হতে পারে।

রঞ্জিতে নীতীশ, কোচের 'নির্দেশ' মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ছোটরা, এখনও হেলদোল নেই বড়দের

সিডনি টেস্টে হার এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খোয়ানোর পরেই নির্দেশ দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। প্রত্যেককে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার কথা বলেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে পড়লেন অনেকে। যাঁদের দল বিজয় হজারে ট্রফির নকআউটে খেলবে তাঁরা সেই প্রতিযোগিতাতেই নামবেন। বাকিরা খেলবেন রঞ্জিতে। তবে ভারতীয় দলের কমবয়সি ক্রিকেটারদের মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার উৎসাহ দেখা গেলেও বড়দের এখনও হেলদোল নেই।

কর্নাটকের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, দেবদত্ত পাড়িক্কল, তামিলনাড়ুর ওয়াশিংটন সুন্দর, বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরনেরা খেলবেন বিজয় হজারেতে। বৃহস্পতিবার থেকে বরোদায় শুরু হচ্ছে নকআউট। তবে কর্নাটকের কেএল রাহুল বিশ্রাম চেয়েছেন। তাই বিজয় হজারেতে খেলবেন না। রঞ্জিতে খেলবেন কি না তা পরে জানানো হবে।

তামিলনাড়ু যদি বিজয় হজারের সেমিফাইনালে যায় তবেই ওয়াশিংটন খেলবেন। প্রসিদ্ধ এবং দেবদত্ত ১০ জানুয়ারি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। পরের দিনই তাঁদের ম্যাচ। বুধবার অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে রওনা দিয়েছেন ক্রিকেটারেরা।

নীতীশ রেড্ডির দল অন্ধ্রপ্রদেশ বিজয় হজারের নকআউটে ওঠেনি। ফলে তিনি সরাসরি রঞ্জিতেই নামবেন। রঞ্জিতে অন্ধ্রের দু'টি ম্যাচ বাকি। প্রতিটি দলেরই একাধিক ম্যাচ বাকি রয়েছে। কিন্তু বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থেরা রাজ্য দলের হয়ে খেলবেন কি না সে ব্যাপারে এখনও কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। জসপ্রীত বুমরাহের চোট থাকায় তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম।

সিডনিতে হারের পরেই গম্ভীর বলেছিলেন, "আমি সব সময় চাই সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলুক। ঘরোয়া ক্রিকেটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। স্রেফ একটা ম্যাচ নয়। যারা আরও বেশি খেলতে পারবে এবং যাদের লাল বলের ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে তাদের সকলের খেলা উচিত। যদি আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দেন, তা হলে টেস্ট ক্রিকেটে খেলার মতো ক্রিকেটার খুঁজে পাবেন না।"

কোচের পরেই প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর বলেছিলেন, "আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেট রয়েছে। কোচ যা চাইছে, তা হবে কি না তখনই দেখা যাবে। কোনও কোনও ক্রিকেটার ভেবে নিয়েছে, দলে তাদের জায়গা কখনও যাবে না। যা খুশি হয়ে যাক তাদের বাদ দেওয়া যাবে না। দেখা যাক তারা কোচের কথা শোনে কি না।"

ফাঁস বিরাটদের তারকা সংস্কৃতি

দলের সঙ্গেই দিব্য ঘোরেন ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত রাঁধুনি। এমনকি ক্রিকেটারের সন্তানদের দেখভাল করার পরিচারিকাও ভারতীয় দলের সঙ্গী! জাতীয় দলে শৃঙ্খলা ফেরাতে বিসিসিআইয়ের ১০ দফা নির্দেশিকা প্রকাশের পরেই ফাঁস হল এমন বিস্ফোরক তথ্য।

সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থা দৈনিক জাগরণ সূত্রে খবর, বিদেশ সফর হোক বা দেশের মাটিতে সিরিজ- সব ক্ষেত্রেই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত কর্মীরা দলের সঙ্গে থাকতেন। তবে কোনও ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি ওই রিপোর্টে। বলা হয়েছে, একজন উইকেটকিপারের ব্যক্তিগত রাঁধুনি সবসময় থাকতেন ভারতীয় দলের সঙ্গে। আরেকজন তারকা ব্যাটার তো রীতিমতো ব্যক্তিগত কর্মীদের বাহিনী নিয়ে চলতেন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী, বাচ্চাদের দেখাশোনা করার পরিচারিকা- কে নেই সেই বাহিনীতে!

এমন ঘটনায় গোটা দলের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে মত বিসিসিআইয়ের। বোর্ড সূত্রে খবর, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর মোটেই ভালো চোখে দেখেননি এই বিষয়গুলি। তিনি চেয়েছিলেন দলের মধ্যে তারকা প্রথা শেষ করে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। গম্ভীরের ইচ্ছাতেই সিলমোহর দিয়েছে বোর্ডও। নির্দেশিকা জারি করে বিসিসিআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, ক্রিকেটার বা সাপোর্ট স্টাফদের ব্যক্তিগত কর্মচারীরা দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না।

ভারতীয় দলের 'বিশৃঙ্খলা' রুখতে ১০ দফা ফতোয়া জারি করেছে বিসিসিআই। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক ক্রিকেটারকে নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। এছাড়াও বিদেশ সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কতগুলি ব্যাগ নিয়ে যাওয়া যাবে, তারও সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে বোর্ড। যদি এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন হয়, তাহলে আইপিএল থেকে নিষিদ্ধ করা বা জরিমানার মতো কঠোর পদক্ষেপ করবে বিসিসিআই।

বিজেপি'র মিছিলে জনঢল ধর্মনগরে, নেতৃত্বে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: সংবিধানের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির ৫৬ ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয় ডিএম অফিসের সম্মুখে। বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে হাজার হাজার বিজেপি সমর্থকদের উপস্থিতিতে শহর পরিক্রমা করে অবশেষে ডিএম অফিসের সামনে এসে সমাবেশে জমায়েত হয়। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন,উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ,জেলার সহ-সভাপতি করুণা নাথ।

এদিন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, সারা দেশ জুড়ে সংবিধান গৌরব অভিযান চলছে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে তারই অঙ্গ হিসাবে ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন ১৯৫০ সাল থেকে সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের উপর তৎকালীন কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে পরবর্তী ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী সবাই বারবার সংবিধান পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশের সংবিধানকে প্রণাম করেছেন তিনি এই সংবিধানকে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং সর্বদাই সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে গেছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)'র এই চক্রান্ত কখনো সাফল্য লাভ করবে না সংবিধান বাঁচাতে সংবিধান রক্ষা করতে ভারতীয় জনতা পার্টি একাগ্র চিত্ত। কোন দুষ্টচক্রই সংবিধানের কোন অমর্যাদা করতে পারবেনা কারণ সংবিধান রক্ষাতে সমগ্র দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেকটা জেলায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর তারা কংগ্রেস সিপিএমের দুষ্ট চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই ভাবেই প্রতিবাদ জানাবে। ৫৬ মন্ডলের উদ্যোগে আজকের সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের সমাগমকে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেন,ধর্মনগরের মানুষ বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন ধর্মনগরের জনগণ সর্বদাই তাঁর পাশে আছেন।

হরিজন কলোনিতে মেয়র দীপক মজুমদারের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি : আজ, মেয়র দীপক মজুমদার রাজধানীর বর্ডার কালিকাপুর স্থিত হরিজন কলোনীর বাসিন্দাদের সাথে মিলে নিজের জন্মদিন পালন করেছেন। এই উপলক্ষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি জানান, এই এলাকায় অবস্থিত কামাখ্যা মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি মন্দিরটি পুনঃনির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন।

এছাড়াও, মেয়র এলাকাটি পরিদর্শন করে জনগণের সাথে কথা বলেছেন। তিনি ড্রেন নির্মাণ, রাস্তা সংস্কারসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের আশ্বাস দিয়েছেন।

১৫ তম পুতিবা লাই হারাওবা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: ১৫ তম পুতিবা লাই হারাওবা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা অভয়নগর পুতিবা লাই হারাওবা মন্দিরে। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে সার্বিক বিষয় জানালেন কর্তৃপক্ষ। ১৫ তম পুতিবা লাই হারাওবা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে অভয়নগর পুতিবা লাই হারাওবা মন্দিরে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসব সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান উদ্যোক্তারা। উৎসবকে সার্বিকভাবে সার্থক করে তোলার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করেছেন উদ্যোতারা।

প্রেস ক্লাব ও উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আগরতলা প্রেস ক্লাব ও উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ও ওডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সনামধন্য কার্ডিওলজি স্পেশালিস্ট ডাক্তার সরোজ মন্ডল এবং অর্থোপেডিক সার্জারি ডাক্তার সুজয় কুন্ডু এই শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্য সদস্যা গণ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন। এছাড়া ওইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

পশ্চিম ত্রিপুরায় ব্যাপক রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে আজ একটি বৃহৎ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করবেন বলে জানা গিয়েছে।শিবিরটি উদ্বোধন করেছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ছাড়াও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা শাসক বিশাল কুমার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে মেয়র উপস্থিত অতিথি সহ শিবিরের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, রক্তদান মহৎ কাজ। এটি অনেক জীবন বাঁচাতে পারে। যারা রক্তদান করছেন তারা নিজের জীবনে এক বৃহৎ কাজ করছেন।তিনি আরো বলেন, আজকের এই শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করতে আসা কর্মীরাও রক্তদান করেছেন, যা সাধারণত অন্যান্য রক্তদান শিবিরে দেখা যায় না। এই রক্তদানের ক্ষেত্রে রক্তদাতার ধর্ম বর্ণ কিছুই যাচাই হয় না, এর দেশের ঐক্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে উপকৃত হবে সমাজ ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: সড়ক নিরাপত্তা, ভোক্তা সুরক্ষা ও নেশামুক্ত সমাজ গড়তে রাজ্যে জাগৃতি- ২০২৫ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা, ভোক্তা সুরক্ষা ও নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর সচেতনতা বাড়াতে আন্তঃ কলেজ ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আজ কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে জাগৃতি-২০২৫ কর্মসূচিতে আন্তঃকলেজ ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে খাদ্য ও পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, যে তিনটি বিষয় নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে সমাজ উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক এবং পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় উত্তর, উনকোটি ও ধলাই জেলার ১৪টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, এ ধরনের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে। একটা সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নেশার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। পাশাপাশি সচেতন ভোক্তা হিসেবে ভোক্তা সুরক্ষা আইন ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়গুলি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এ ধরনের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস। সভাপতিত্ব করেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, বিধায়ক পল দাংশু, কুমারঘাট পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্থ সাহা, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা প্রমুখ।

আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে কুমারঘাট শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের নিশান্ত বিশ্বাস ও জ্যোতি মজুমদারের জুটি। দ্বিতীয় হয়েছে ধর্মনগরের আর্যভট্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তুষার দাস ও পৃথ্বীরাজ আচার্য জুটি এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে লংতরাইভ্যালি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ইটু দেওয়ান ও জয়শ্রী সরকারের জুটি। বিজয়ীরা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রথম পুরস্কার হিসেবে দু'জন বিজয়ীকে স্মার্ট টিভি, দ্বিতীয় পুরস্কার দু'জন বিজয়ীকে মোবাইল ফোন ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে দু'জনকে স্মার্ট ওয়াচ দেওয়া হয়। এছাড়া দর্শকদের জন্য ওপেন ক্যুইজের মাধ্যমে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিটি জেলায় কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১০০টি করে মোট ৩০০টি হেলমেট বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্যুইজ মাস্টার ছিলেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য, নন্দু পানিকর, মধুজা দেবনাথ ও শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য।

খোয়াই নদীর চর থেকে উদ্ধার মৃতদেহ রহস্যময় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জানুয়ারি : উত্তর চেবরি স্কুল সংলগ্ন খোয়াই নদীর চরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়রা হতবাক। মৃত ব্যক্তির নাম খিটিন্দ্র পাল (৪৮)। তার মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও অস্পষ্ট রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে নদীর চরে মৃতদেহটি ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা খবর দেওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে কোনও হত্যার চিহ্ন না পাওয়া গেলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়না তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি স্থানীয়ই ছিলেন। তবে তিনি কেন নদীতে গিয়েছিলেন এবং তার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা এখনও অস্পষ্ট রয়েছে। পুলিশ বিভিন্ন দিক থেকে তদন্ত শুরু করেছে। খিটিন্দ্র পালের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

২১ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২১ জানুয়ারি রাজ্যে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে সকাল ১১টায় রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হবে। পাশাপাশি আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

২১ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২১ জানুয়ারি রাজ্যে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে সকাল ১১টায় রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।

দ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হবে। পাশাপাশি আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ত্রিপুরায় চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ, আসামে ২২০০ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: আসাম পুলিশের হাতে গতকাল বড় ধরনের চোরাচালানের ঘটনা ধরা পড়ল। ত্রিপুরায় প্রবেশের আগেই আসামের সীমান্তে একটি লরি থেকে ২২০০ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করা হয়।

চোরাইবাড়ী চেক পোস্টে আসাম পুলিশে পণ্য বোঝাই একটি লরি আটক করা হয়েছে। কলকাতা থেকে আগরতলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়িটি আসাম- ত্রিপুরা সীমান্তে পৌঁছালে পুলিশের তল্লাশিতে চোরাচালানের সামগ্রী ধরা পড়ে। আটক করা ফেন্সিডিলের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে লরি চালক রবিউল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, লরি থেকে প্রাপ্ত ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালকের নাম রবিউল শেখ এবং সে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা।

১০ দফা দাবিতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ব্যাঙ্কের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ ১০ দফা দাবিতে আজ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অভয়নগর ব্রাঞ্চের সামনে চারটি সংগঠন যৌথভাবে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা না হলে আগামী মার্চ মাস থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, গত ১৭ ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্কের ম্যানেজমেন্টের নিকট ১০ দফা দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দাবি পূরণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর কথা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আরও শাখা বৃদ্ধি করা যেমন প্রয়োজন তেমনি পরিকাঠামোগত উন্নয়নই অত্যন্ত জরুরি। তাদের দাবিগুলো হল, গ্রাহকদের সরলকৃত লোন প্রদান, কর্মীদের বদলীর পলিসি পরিবর্তন করা, ডিআরডাব্লিউ কর্মীরদলর বেতন বৃদ্ধি করা সহ দশ দফা দাবি জানিয়েছেন। অতিসত্বর তাদের দাবি পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া না হলে আগামী মার্চ মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

বেকারদের কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবিতে সিপিআইএম'র মিছিল আটকে দেয় বিশালগড় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: বেকারদের কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবিতে সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মিছিলটি অফিসটিলা পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিশালগড় বাজার ঘুরে ফের অফিসটিলায় গিয়ে পথসভার কথা ছিল। কিন্তু বিশালগড় থানার পুলিশ ফায়ার সার্ভিসের সামনে থেকেই মিছিল ঘুরিয়ে দেয়। ব্যারিকেড লাগিয়ে রাস্তায় রণসাজে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ বাহিনী।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মানিক দে, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, সহ সিপিআইএমের রাজ্যস্তরে নেতৃত্বরা। এদিন রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মানিক দে বলেন, গত ছয় বছরে বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। সারা রাজ্যে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। এরই বিরুদ্ধে আগামী ২৯,৩০ এবং ৩১ জানুয়ারী পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনে জনগণকে সামিল হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, বেকারদের কর্মসংস্থান, ২০০ দিনের কাজ ৬০০ টাকা মজুরি, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধ, বন্যায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, কৃষকদের সঠিক সময়ে সার সহ বিভিন্ন চাষবাসের সামগ্রিক প্রদান করা সহ বিভিন্ন দাবিতে মিছিলটি সংগঠিত করা হয়েছে।

রক্তদান করলেন ৭৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি: রক্তদানে উৎসাহ বাড়ছে যুবকদের। মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের চাহিদা পূরণে রক্তদান শিবিরের বাইরেও অপরিচিত মানুষকে রক্তদানের মধ্য দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসছে যুবসমাজ। সেই সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। সিপাহীজলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এইভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব।

শনিবার কমলাসাগর বিধানসভার পূর্ব গোকুলনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর উদ্যোগে একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় বিধানসভা এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব , কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, জেলা পরিষদের সদস্য গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত মজুমদার, চিকিৎসক দীপ কুমার দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোন ফ্যাক্টরিতে রক্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি।

তাই এই মূল্যবান জিনিসের যোগানের একমাত্র উপায় একমাত্র দান। তাই এই মহৎ দানে সবার এগিয়ে আসতে হবে। উক্ত শিবিরে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসেন। মত ৭৬ জন এই মেগা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করে।

জাতীয় সড়কে গাড়ির পেছনে বাইকের ধাক্কা, মৃত ১ আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: রাতের তেলিয়ামুড়াতে ভয়ানক দুর্ঘটনায় জাতীয় সড়কে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩৪ বছর বয়সি নীতিশ দেবনাথ নামে এক যুবকের। ওই ঘটনায় শংকর দেববর্মা (৩২)নামে এক যুবক বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত আনুমানিক ১২:৩০ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত চাকমা ঘাট টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকাতে জাতীয় সড়কের ওপরে অবৈধভাবে দাঁড় করানো পাথর বোঝাই এক গাড়িতে পেছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাইক। মুহূর্তের মধ্যেই বিকট আওয়াজে স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়ে যান এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত এবং আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নিতিশ দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত শঙ্কর দেববর্মাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, বিগত এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই রকম ভাবে দুর্ঘটনার বলি হতে হয়েছে দুই যুবককে। এদিকে গত রাতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালককে তেলিয়ামুড়া পুলিশ গাড়ি সহ আটক করেছে। একদিকে যেমন এই দুর্ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে, পাশাপাশি জাতীয় সড়কে যত্রতত্র মালবাহী গাড়িগুলোর পার্কিং হলেও পুলিশ কেন কোন ভূমিকা পালন করে না, তা কিন্তু রীতিমতো বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমেছে মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তর। প্রসাশনের আধিকারিররকরা তেলিয়ামুড়া বাজারে অভিযান চালিয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ প্লাস্টিক প্যাকেট সহ অন্যান্য সামগ্রী।

জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তরের যৌথ ভাবে তেলিয়ামুড়া বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ প্লাস্টিক প্যাকেট সহ অন্যান্য সামগ্রী। এই প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডি.সি.এম অঞ্জন দাস, মহকুমা খাদ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অভিযানকারী দলটি তেলিয়ামুড়া বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ব্যাগ, গ্লাস উদ্ধার করে।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আগামী দিনেও অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন জনৈক আধিকারিক।

গোলাঘাটি হাই স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি: গোলাঘাটি ইংরেজি মাধ্যম হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার স্কুল মাঠে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুষ্প রানী রায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক নারায়ণ দেবনাথ, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ভবতোষ ঘোষ , সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সদস্যা সুমিত্রা দাস, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রবীন্দ্র দত্ত, বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রদীপ দেববর্মা, সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিকাশ সিংহ প্রমুখ। পিটি যোগা সহ নানা কার্যক্রমে অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথি এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এছাড়া বাইদ্যারদিঘী নিউ জীবনানন্দ শিশু নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বাইদ্যারদিঘী পঞ্চায়েত প্রধান অনুপ কুমার সিনহা, পঞ্চায়েত সদস্য প্রদেশ দেবনাথ, বাইদ্যারদিঘী দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা উত্তরা চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহরম আলী, শ্রীধাম চন্দ্র ভৌমিক, বাইদ্যারদিঘী নিউ জীবনানন্দ শিশু নিকেতনের প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন সহ অন্যান্যরা। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas